لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

পাইগাম

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ৩০ শে মার্চ ১৫ | ৩০ এপ্রিল : ১৯৬৪ সন :২২/২৩/২৪শ সংখ্যা

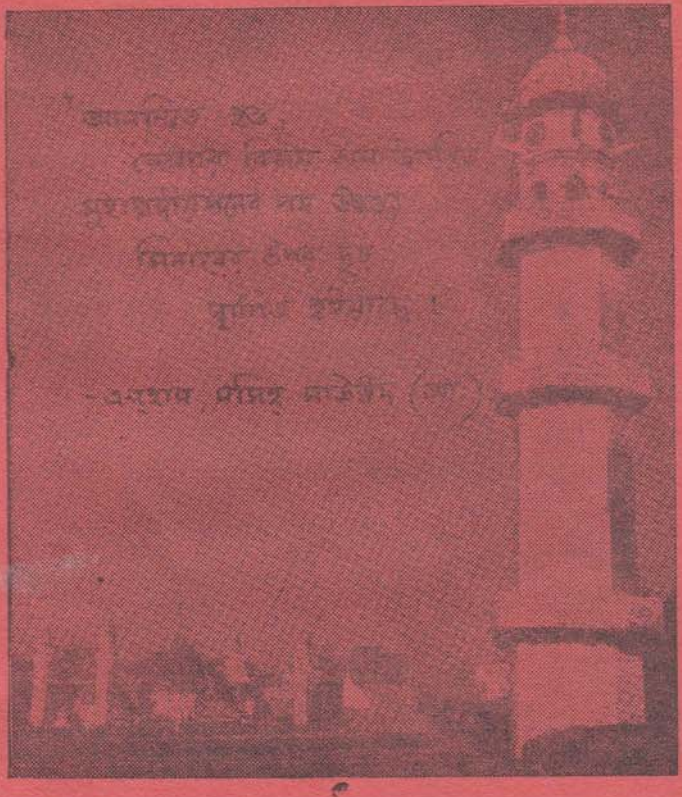

"হে ইউরোপ। তুমিও নিরাপদ নহ; হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লুতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তে মরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

—হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯৬০

মিনারাতুল মসিহ্ ও মসজিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে—৩ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

২২/২৩/২৪শ সংখ্যা
৩০শে মার্চ, ১৫/৩০ এপ্রিল ১৯৬৪ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রহঃ)	॥ ৪৩৩
॥ হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—মোহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	॥ ৪৩৬
॥ হাদিস	॥ মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্‌	॥ ৪৩৬
॥ ফ্যাসন-পূজা রূপ মহামারী হইতে বাঁচিয়া থাক	॥ হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাজিঃ)	॥ ৪৫৬
॥ আউজুবিল্লাহ্‌ তত্ব	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৪৫৯
॥ ইসলাম ও ধুমপান	॥ মোহাম্মাদ মতিয়ার রহমান	॥ ৪৬২
॥ মোস্‌লেহ মাউদ দিবসের যথার্থতা	॥ এম, এ, ইউসুফ	॥ ৪৬৫
॥ যীশু ক্রুসে মরেন নাই	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৪৭০
॥ মৌলানা জিল্লুর রহমান (রহঃ)-এর এন্তেকালে	॥ খন্দকার আখতারুজ্জমান	॥ ৪৭৬

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم
و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃঃ ৩০শে মার্চ/১৫/৩ শে এপ্রিল ঃ ১৯৬৪ সন ঃঃ ২২শ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রহঃ)

সুরাহ্‌ আল-আনআম

৮ম রুকু

৭২। তুমি বল, আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করিব, যে আমাদের কোন উপকার করিতে পারে না এবং অপকার করিতে পারে না ? এবং আল্লাহ্ যখন আমাদিগকে সুপথগামী করিয়াছেন ইহার পর আমরা কি আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইব সেই ব্যক্তির মত শয়তান যাহার বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটাইয়াছে,'—ফলে পৃথিবীতে উদভ্রান্তরূপে বিচরন করিতেছে ? তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে এই বলিয়া সৎপথের দিকে আহ্বান করিতেছে যে, আমাদের নিকট আস। তুমি বল, নিশ্চয় আল্লার নিকট হইতে সমাগত হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমরা

যেন সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম সমর্পন করি।

৭৩। এবং (এই আদেশও আসিয়াছে যে) তোমরা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তাঁহাকে ভয় কর এবং তিনিই সেই (পবিত্র সত্তা) যাঁহার নিকট তোমাদিকে একত্রিত করা হইবে।

৭৪। এবং তিনিই আকাশ সমূহ ও পৃথিবী যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং যে সময় তিনি বলেন হইয়া যা অমনি হইয়া যায়।

৭৫। তাঁহার বাক্য নিশ্চিত সত্য। সেই দিন তাঁহারই সাম্রাজ্য যেদিন বিগলে ফুৎকার দান করা হইবে। তিনিই অগোচর ও গোচরীভূত সমস্তের জ্ঞাতা এবং তিনিই প্রজ্ঞাময় সর্ববিদ।

৭৬। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাঁহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, তুমি কি প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার জাতিকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত দেখিতেছি।

৭৭। এবং এইভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর (আধ্যাত্মিক) রাজ্য সন্দর্শন করাইতে লাগিলাম (যেন সে পূর্ণ ভাবে জ্ঞান লাভ করে) এবং ধ্রুব বিশ্বাসকারীদের পর্যায়ভুক্ত হয়।

৭৮। এবং (একদা) যখন তাহার উপর রাত্রির (অন্ধকার) আচ্ছন্ন হইয়া আসিল—সে একটি (উজ্জ্বল) নক্ষত্র দেখিতে পাইল—বলিল ইহা আমার প্রভু। যখন উহা অস্ত গেল তখন বলিয়া উঠিল, অস্তগামীদিগকে আমি ভালবাসিতে পারি না।

৭৯। যখন সে চন্দ্রকে আলো বিকিরণকারীরূপে (উদিত হইতে) দেখিল—বলিল ইহা আমার প্রভু। যখন ইহাও অস্ত গেল—বলিল যদি আমার প্রভু আমাকে সুপথে পরিচালিত না করেন তবে আমি বিপথগামী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িব।

৮০। যখন সূর্যকে উজ্জ্বল প্রভাকররূপে দেখিল—বলিল, ইহা আমার প্রভু। ইহা সকলের বড়। যখন ইহাও অস্তমিত হইয়া গেল—বলিল, হে আমার জাতি, নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি বিমুখ যাহাদিগকে তোমরা আল্লার সহিত শরীক করিয়া থাক।

৮১। নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডলকে তাহারই দিকে অভিমুখী করিলাম যিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের দলভুক্ত নহি।

৮২। এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বচসা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—তোমরা কি আমার সহিত আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিতে চাও এবং নিশ্চয় তিনি আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং আমি তাহাকে ভয় করি না যাহাকে তোমরা আল্লার সহিত শরীক করিয়া থাক, তবে আমার প্রভু যাহা ইচ্ছা করেন (তাহাই হয়)। এবং আমার প্রভুর জ্ঞান সর্ব পদার্থে পরিব্যাপ্ত তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

৮৩। এবং আমি কিভাবে তাহাকে ভয় করিতে

পারি যাহাকে তোমরা আল্লার সহিত শরীক করিতেছ? এবং তোমরা ভয় করিতেছ না যে, আল্লার সহিত অন্যকে শরীক করিতেছ যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট কোন প্রমান নাযিল করেন নাই। যদি তোমাদের কোন জ্ঞান থাকে তাহা হইলে বলত দেখি এই উভয় দলের মধ্যে নিরাপত্তা লাভের অধিকতর যোগ্য কে?

৮৪। যাহারা আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের সহিত অংশীবাদকে মিশ্রিত করে নাই একমাত্র তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তাহারাই সুপথগামী।

১০ম রুকু

৮৫। এবং ইহা আমাদের প্রদর্শিত প্রমাণ যাহা আমরা ইবরাহীমকে তাহার জাতির প্রতিপক্ষে প্রদান করিয়াছিলাম। আমরা যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদা সমূহে উন্নত করিয়া দেই। নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রজ্ঞাময়, পরমজ্ঞানী।

৮৬। এবং আমরা তাহাকে (পুত্র ও পৌত্র) ইছহাক ও য়্যাকুব দান করিয়াছিলাম। প্রত্যেককে আমরা সরলপথ প্রদর্শন করিয়াছি। এবং ইতিপূর্বে আমরা নূহকেও সরলপথে পরিচালিত করিয়াছি এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ, ছুলায়মান, আয়ুব, ইউসুফ, মুছা এবং হারুনকেও হেদায়েত দান করিয়াছি এবং এইভাবেই আমরা পূণ্যশীলগণকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি।

৮৭। এবং যাকারিয়া, য়্যাহয়্যা, ঈছা ও ইলয়্যাসকেও (আমরা সুপথগামী করিয়াছি, তাহারা) প্রত্যেকেই সজ্জনগণের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

৮৮। এবং ইসমাঈল, আলয়্যাছা', ইউনুছ এবং লূতকেও সরল পথ দেখাইয়াছি। (তাহাদের) প্রত্যেককেই আমরা (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর গৌরবান্বিত করিয়াছি।

৮৯। এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, বংশধরগণ এবং ভ্রাতৃগণের অনেককে আমরা ফজিলত দান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি ও সরল পথে পরিচালিত করিয়াছি।

৯০। ইহাই আল্লার নিকট হইতে সমাগত হেদায়েত। তিনি ইহা দ্বারা তাঁহার বান্দাগণের যাহাকে ইচ্ছা সুপথগামী করিয়া দেন। এবং যদি তাহারা আল্লার সহিত অন্যকে শরীক করিত তবে তাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হইয়া যাইত।

৯১। উহারাই এমন লোক যাহাদিগকে আমরা শরীয়ত, বিচার শক্তি এবং নবুয়ত দান করিয়াছিলাম। (হে মোহাম্মাদ) যদি এই সমস্ত লোক (তোমার) নবুয়তকে প্রত্যাখ্যান করে তবে নিশ্চয় আমরা এমন একদলকে উহার জন্য নিযুক্ত করিব যাহারা উহার প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী হইবে না।

৯২। ইহারা এমন লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ সুপথগামী করিয়া দেন – অতএব (হে মুসলীম উম্মত) তোমরা উহাদের পথেরই অনুসরণ করিও। এবং বল (হে বিশ্ববাসী) আমরা এই পথ প্রদর্শনের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন পারিতোষিক চাহিতেছি না। এই কোরআন বিশ্বমানবের জন্য স্মারক ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

"সাবধান, অপর জাতিগণের পার্থিব উন্নতি দেখিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবার লোভ করিও না। মন দিয়া শুন এবং উপলব্ধি কর। তাহারা সেই খোদাকে জানে না যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাহারা খোদা মনে করে একজন দুর্বল মানুষকে। এই কারণে খোদাকে তাহারা অবহেলা করে।

সাংসারিক কাজ বা শিল্প-বিজ্ঞান নিষেধ করিতেছি না। সাংসারের কাজ ও শিল্প-বিজ্ঞানকেই যাহারা সব কিছু মনে করে, তাহাদের অনুরূপ হইতে নিষেধ করিতেছি।"

অনুবাদক : **মহম্মদ আবদুল হাফীজ**

●

হাদিস

—মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

خليفتے على كل مسلم انه شاب قطط وعن النواس بن سمعان قال
عيه طافية كانى اشبهه بعبد الغرے ذكر رسول الله صلے الله عليه وسلم
بن قطن فمن ادركه منكم فليقرأ عليه الدجال فقال ان يخرج و انا
فواتح سورة الكهف وفى رواية فاقرأ فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج
عليه بفواتح سورة الكهف فانها ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله

قطر واذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة فبينما هو كذالك اذ اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادا لى لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادى الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربن ما فيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما و يحصر نبى الله عيسى واصحابه حتى تكون رأس الثور لاحدكم خيرا من مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون جوارهم من فتنته انه خارج خلة بين الشام و العراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا صباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الارض قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة و سائر ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذالك اليوم الذى كسنة ايكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه فى الارض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرى واسبغه اضروعا وامده خواصر ثم تأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين بايديهم شى من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذالك اذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهزودتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطا راسه

হইলে আমি দলীল প্রমাণ দ্বারা তাহার সহিত তর্ক করিব ; আর যদি আমার অবর্তমানে দাজ্জাল বাহির হয় তখন তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তাহার সহিত দলিল প্রমান দ্বারা তর্ক করিবে ; আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক। নিশ্চয়ই দাজ্জাল যুবক হইবে, বক্র চুল হইবে, চক্ষু ফুলা হইবে আবদুল ওয্‌যাবিন কাতানের সদৃশ্য। তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তাহার সামনে যেন সুরা কাহাফের প্রথম দিক দিয়া কতক আয়াত পাঠ করে, অপর বর্ণনায় আসিয়াছে তাহার সামনে যেন সুরা কাহাফের প্রথম হইতে কতক আয়াত পাঠ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা দাজ্জালের অশান্তি হইতে তোমাদিগকে নিরাপদে রাখিবে। দাজ্জাল শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ দিয়া বাহির হইবে। তৎপর ডান দিক ও বাম দিকে সে অশান্তি সৃষ্টি করিবে। হে আল্লার বান্দাগণ, তোমরা সাবধান! তোমরা দৃঢ় থাকিবে। আমরা বলিলাম হে আল্লাহর রসুল, কতদিন সে পৃথিবীতে থাকিবে? নবী করীম (সাঃ) বলিলেন, চল্লিশ দিবস ; একদিন এক বৎসরের সমান হইবে, একদিন একমাসের সমান হইবে, একদিন এক সপ্তাহের সমান হইবে, অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের দিনগুলির ন্যায় হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লার রসুল (সাঃ) যে দিবসটি চল্লিশ দিবসের ন্যায় হইবে উহাতে আমাদের জন্য কি একদিনের নামাজ যথেষ্ট হইবে? রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন না,—নামাজের জন্য সময় নির্ণয় করিয়া লও। আমরা বলিলাম

فى الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وفى رواية تطرحهم بالنهبل وليستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تاكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك فى الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس فبينا هم كذالك اذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت ابا طهم فتقبض روح كل مومن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم الا الرواية الثانية وهى قوله تطرحهم بالنهبل الى قوله سبع سنين رواها الترمذى -

নাওয়াস বিন সাময়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত : নবী করীম (সাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—যদি দাজ্জাল বাহির হয় এবং আমি তোমাদের মধ্যে জীবিত থাকি, তাহা

দাজ্জাল কত দ্রুত গতিতে চলিবে? নবী করীম (সাঃ) বলিলেন বায়ু প্রবাহিত হইলে মেঘ যেরূপ দ্রুত গতিতে চলে সেরূপ চলিবে। তৎপর দাজ্জাল এক জাতির নিকট আসিবে এবং তাহাদিগকে সে আহ্বান করিবে তাহারা তাহার ডাকে সাড়া দিবে। তৎপর সে আকাশকে নির্দ্দেশ দিবে, সে বারিবর্ষণ করিবে। মাটিকে নির্দেশ দিবে, মাটি ফসল উৎপন্ন করিবে। চতুষ্পদ পশু চরিবে। তাহাতে সে সব পশু মোটাতাজা হইবে এবং খুব বেশী দুধ দিবে। তৎপর অপর এক জাতির নিকট আসিবে এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিবে। তাঁহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন। তৎপর দাজ্জাল সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, তখন তাঁহারা দুর্ভিক্ষে নিপতিতঃ হইবে, তাঁহাদের হাতে কপর্দকও থাকিবে না। তৎপর দাজ্জাল অনাবাদী অঞ্চলে যাইবে এবং উহাকে বলিবে তোমার ধনাগার তুমি বাহির কর, তখন উহার ধনাগার বাহির করিয়া দাজ্জালের পিছনে এরূপ চলিবে, যেরূপ মধু মক্ষিকা মক্ষিকা রাণীর পিছনে চলে। তৎপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ একজন যুবককে ডাকিবে এবং তাহাকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিবে; তৎপর দাজ্জাল তাহাকে ডাকিবে, তখন সে জীবিত হইয়া হাসি মুখে তাহার সামনে আসিবে। এইভাবে দাজ্জাল কিছুকাল কাটাইবে। হঠাৎ মসিহ্ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ্তা'লা প্রেরণ করিবেন। অতঃপর মসিহ ইবনে মরিয়ম দামাস্কাসের পূর্বদিকের শ্বেত মিনারার নিকটবর্তী স্থানে যরদ রংএর দুইখানা চাদর পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেস্তার কাঁধে ভর করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। যখন তিনি তাঁহার মাথা অবনত করিবেন তখন ঘর্মাক্ত হইবেন, এবং যখন তিনি মস্তক উত্তোলন করিবেন মুক্তা বিন্দুর ন্যায় পানির ফোটা পড়িতে থাকিবে। তাঁহার নিঃশ্বাস যখনই কাফেরের গায়ে লাগিবে তখন সে মরিয়া যাইবে এবং তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাঁহার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিবে। তৎপর তিনি দাজ্জালকে অন্বেষণ করিতে থাকিবেন, এমন কি তাহাকে লুদের দ্বার দেশে পাইবেন এবং সেখানেই দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। তৎপর মসিহে ইবনে মরিয়ম এমন এক জাতির নিকট আগমন করিবেন যাহাদেরকে আল্লাহ্তা'লা দাজ্জালের অশান্তি হইতে নিরাপদে রাখিয়াছেন। অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম তাহাদের মুখের ধুলা বালি মুছিয়া দিবেন এবং বেহেস্তে তাহাদের মর্যাদা কি তাহা শুনাইবেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্তা'লা হঠাৎ ঈসা (আঃ)-এর নিকট অহী অবতীর্ণ করিবেন। নিশ্চয়ই আমি আমার এমন বান্দাকে বাহির করিব যাহার সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, অতএব তুমি আমার বান্দাদিগকে নিয়া তূর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ কর। তৎপর আল্লাহ্তা'লা ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয়কে পাঠাইবেন। এবং তাহারা উচ্চভূমিতে দৌড়িবে। তাহাদের প্রথম দল তিবরিয়া উপসাগরে অবতীর্ণ হইবে এবং উহার জলরাশি শোষণ করিয়া ফেলিবে। তৎপর তাহাদের (ইয়াজুজ মাজুজের) অপর দল আসিবে এবং বলিবে ইহাতে কোন সময় নিশ্চয়ই পানি ছিল। তৎপর তাহারা চলিতে থাকিবে, এমন কি তাহারা 'খমর পর্বত' পর্যন্ত

পৌঁছিবে। উহা বয়তুল মুকাদ্দেসের একটি পর্বত। তৎপর তাহারা বলিবে আমরা জগদ্বাসিদিগকে হত্যা করিয়াছি, চল এখন আমরা আকাশবাসিদিগকে হত্যা করিব। এই বলিয়া তাহারা আকাশের দিকে তীর সমূহ নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের তীর সমূহ রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন। নবীউল্লাহ ঈসা এবং তাঁহার সঙ্গিগণ (তূর পর্বতে) আবদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন। এমন কি তাহাদের জন্য একটি গরুর মাথা আজকালকার দিনের তুলনায় এক শত দিনার হইতে মূল্যবান হইবে। তখন ঈসা নবী উল্লাহ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকিবেন। তৎপর আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের (ইয়াজুজ মাজুজের) উপর প্লেগের কীট পাঠাইবেন। তখন তাহারা এমনি ভাবে মরিয়া যাইবে যেন এক ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে। তৎপর নবীউল্লাহ ঈসা এবং তাঁহার সঙ্গিগণ পৃথিবীতে আগমন করিবেন। তখন তাঁহারা পৃথিবীতে তাহাদের পুতিগন্ধ ব্যতিরেকে এক বিঘত পরিমিত স্থানও পাইবেন না। তৎপর ঈসা নবীউল্লাহ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকিবেন। তৎপর আল্লাহ্‌তা'লা উট পাখীর ন্যায় এক প্রকার পাখী পাঠাইয়া দিবেন। উহারা আসিয়া তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌তা'লা যথা চাহেন লইয়া যাইয়া ফেলিয়া দিবে।

অপর রেওয়ায়েতে আছে তাহাদের লাশ 'নাহবল' স্থানে ফেলিয়া দিবে। এবং মুসলমানগণ তাহাদের তীর কামান সাত বৎসর পর্যন্ত জ্বালাইবে। তৎপর আল্লাহ্‌তা'লা মুষলধারে পানি বর্ষণ করিবেন এবং পৃথিবীকে বলা হইবে তোমার ফসল উৎপন্ন কর, তোমার দেওয়া আশিসকে ফিরাইয়া আন। সেইদিন একদল লোক একটি আনার খাইবে এবং উহার ছায়ায় থাকিবে। এবং দুধের মধ্যে খুবই বরকত হইবে, এমন কি বিরাট একদল লোকের জন্য একটি উটের দুধ যথেষ্ট হইবে। একটি গাভীর দুধ একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হইবে। একটি ছাগীর দুগ্ধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হইবে। এইভাবে বহুকাল কাটিয়া যাইবে। তখন অতর্কিত ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা এক পবিত্র বায়ু প্রবাহিত করিবেন উহাতে মোমেনগণের বগলে এক প্রকার রোগ হইবে, তাহাতেই প্রত্যেক মুমেন মুসলমান মারা যাইবে, একমাত্র দুষ্ট লোকজন থাকিয়া যাইবে, তাহাদের ব্যবহার গাধার ন্যায় হইবে, তখন তাহাদের উপর ধ্বংস আসিবে। (মুসলিম, তিরমিযি)

এই হাদিস, দীর্ঘ হাদিস, আমরা মনে করি এই হাদিসের বিষদ ব্যাখা করিলে, মতভেদ সংক্রান্ত বহু বিষয়ের অনৈক্য দূর হইবে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি এই জাতীয় হাদিসের অধিকাংশ কাশফ বা স্বপ্ন, যাহার মধ্যে বহু রূপক রহিয়াছে। ইহা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। স্বপ্নের তাবীর অনুযায়ী ইহাদের তাবীর করিতে হইবে। وبا لله التوفيق حجة حجيج انا حجيجه دونكم হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহার অর্থ কাহারও সহিত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তর্ক করা। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন 'যদি দাজ্জাল আমার জীবিতাবস্থায়ই আসে তখন আমি তোমাদের সামনে (হে সাহাবাবৃন্দ) তাহার সহিত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা

তর্ক করিব। আর যদি দাজ্জাল আমার অবর্তমানে আসে, তাহা হইলে তোমাদের প্রত্যেকেই দাজ্জালের সহিত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তর্ক করিবে।'

এই কথা দ্বারা অতি পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, দাজ্জাল যখনই আসুক না কেন, বা যে যুগেই আসুক না কেন, তাহার সহিত অস্ত্র যুদ্ধ করিতে হইবে না, কেবল মাত্র যুক্তি প্রমাণ দ্বারাই তাহার মোকাবেলা করিতে হইবে। যাহারা দাবী করে দাজ্জালের সহিত তরবারী দ্বারা সংগ্রাম হইবে তাহাদের দাবীকে এই হাদিস মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কেননা দাজ্জাল যে যুগেই বাহির হউক না কেন, তাহার সহিত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা মুকাবিলা করিতে হইবে, حجاج (হাজীজ) শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

অতঃপর নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, দাজ্জাল যুবক হইবে, তাহার কোঁকড়ান চুল হইবে ইত্যাদি এবং সে দেখিতে আবদুল ওয্যা বিন কতনের সদৃশ্য। এই কথা দ্বারাও দেখা যায় নবী করীম (সাঃ) দাজ্জালকে রূপক আকারে দেখিয়াছিলেন। আবদুল ওয্যার সদৃশ্য দ্বারা ইহাই বুঝায়। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-কে আবদুল ওয্যার সদৃশ্য দেখাইয়া আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, দাজ্জাল জাতি ওয্যা ঠাকুরের পুজার ন্যায় মানুষ পূজা করিবে। কেননা স্বপ্নে অনেক সময় নামের তাবীর হইয়া থাকে। বাস্তবিকই তাহাই হইয়াছে। দাজ্জাল জাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে বহু উন্নতি করিয়াও একজন দুর্বল মানুষকে খোদা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা অন্তর্যামি। তিনি ইঙ্গিতে তাঁহার নবী (সাঃ)-এর নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহারা (দাজ্জাল জাতি) পার্থিব দিক দিয়া বহু উন্নতি করিলেও ধর্ম সম্বন্ধে কানা হইবে। যুবক শক্তির প্রতিক অর্থাৎ দাজ্জাল জাতি খুবই শক্তিশালী হইবে। কোঁকড়ান চুল দ্বারা রুষ্ট স্বভাব বুঝায়।

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت
كلمة تخرج من افواههم ان يقولون
الا كذبا .

"কোরআন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যাহারা বলে; আল্লাহ্‌ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তাহাদের আদৌ কোন জ্ঞান নাই। তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন জ্ঞান ছিল না। উহা ভয়ংকর কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে, তাহারা মিথ্যা বই আর কিছুই বলিতেছে না।"—(সুরাকাহ্‌ফ) এই আয়াত গুলিতে দাজ্জালকে চিনিবার স্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। যাহারা বলে আল্লাহ্‌র পুত্র আছে, আঁ-হযরত (সাঃ) তাহাদিগকেই দাজ্জাল নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন যাহারা আল্লার পুত্র আছে বলে, তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর যুগেও ছিল, তখনকার খ্রীষ্টান জাতিকে কেন তিনি দাজ্জাল নামে অভিহিত করেন নাই?

এই প্রশ্নটির উত্তর হইল এই যে, নবী

আবদুল ওয্যার শাব্দিক অর্থ ওয্যা ঠাকুরের দাস বা পুজারী

করীম (সাঃ)-এর যুগেও এই জাতি ছিল বটে; কিন্তু তাহারা ইসলাম এবং মুসলিম জাতির জন্য অশান্তির কারণ ঘটে নাই। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের শক্তি ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই জাতি ইউরোপে বন্দি অবস্থায় ছিল। মুসলিম জাতির শক্তি দুর্বল হইবার পর স্পেনে সর্ব প্রথম ইহাদের অভ্যুদয় ঘটে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সারা বিশ্বে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। এই অবস্থাই নবী করীম (সাঃ) কাশফী জগতে রূপক ভাবে দেখিয়া স্বীয় উম্মৎকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তথা কথিত একদল আলেম ইহাকে আরব্য উপন্যাসের ন্যায় গল্প মনে করিয়াছেন। তাহাদের অপর একদল, জ্ঞানগর্ভ হাদিস সমূহকে গল্পগুজব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা কোরআনের সহিত হাদিসের যে সামঞ্জস্য আছে তাহা স্বীকার করিতে মোটেই রাজি নহে। অথচ কোরআন হইতেই যাবতিয় সহী হাদিস আসিয়াছে। যাহা কোরআনে অহী মতলু উহাই হাদিসে অহী গয়রে মতলু দ্বারা উহার ব্যখ্যা করা হইয়াছে। وما ينطق عن الهوى ان الا وحى يوحى অর্থাৎ "তিনি (নবী করীম সাঃ) মনগড়া কোন কথা বলেন না। একমাত্র যাহা তাঁহার নিকট অহী করা হয়, তাহাই তিনি বলেন"। যে হাদীস কোরআনের মর্মের বিরোধী, উহার উৎস কখনও কোরআন নহে। আমরা সেই হাদিসকেই ছহী বলিয়া স্বীকার করি যাহার সমর্থক কোরআন। কোরান যাহার সমর্থক নহে উহা কখনও নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী নহে। কোরআন যে হাদিসের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় সে হাদীস অমান্য করা কিছুতেই সমীচিন নহে। যাহারা এই জাতীয় হাদিসকে অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা কোরআনের সমর্থক এমন বহু প্রমাণকে হারাইয়াছেন। যাহা হউক দাজ্জালকে চিনিবার উপায় নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন। সুরা কাহাফে দাজ্জাল জাতির প্রথম যুগের ইতিহাস বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহারা আঁ-হযরতের যুগে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, অচিরেই উহাদের অভ্যুদয় হইবে।

তখন ইহারা পূর্ব ও প্রাচ্যে ফিরিবে। মধ্য এশিয়া এবং তদসংলগ্ন এলাকা দিয়া ইহার নিজেদের পথ আবিষ্কার করিয়া লইবে। এই হাদিসের বিষয়গুলি যেন সুরা কাহফের প্রস্রবন হইতেই নির্গত। কেননা দাজ্জালের প্রারম্ভ এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এই সুরাতেই আছে। উক্ত হাদিস সুরা কাহাফের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। আমরা সুরা কাহাফের সারাংশ সর্বপ্রথম আলোচনা করিয়া পরে অবশিষ্ঠ হাদিসের ব্যাখ্যা সুধি সমাজে পেশ করিব।

সুরা কাহাফের সংক্ষিপ্ত সার

সুরা কাহ্‌ফের পূর্বে সুরা বনি ইস্রাইলের উপসংহারে আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন। বনি ইস্রাইলের একাংশ খোদাতালার পুত্র আছে একথা প্রচার করে, হে মোহাম্মাদ (সাঃ) আপনিও তাহাদের মোকাবেলায় প্রচার করুন:—"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ-তালার। তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার রাজত্বে কোন অংশীদার

নাই, এবং তাহার কোন সাহায্যকারী নাই, যেহেতু তিনি দুর্বল নহেন, এবং তাহার মহিমা ঘোষণা করুন।"

এই কথাগুলি বলিবার পরই সুরা কাহ্‌ফের আয়াত আরম্ভ হয়, সুরা কাহ্‌ফে বনি ইস্রাইলের শেষাংস খৃষ্টান জাতির আদি এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা হয়। সুরা কাহ্‌ফের আরম্ভ এই কথা গুলিদ্বারা করা হয়। যাবতীয় প্রশংসা খোদা-তা'লার, তিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে কোন বক্রতা নাই। এই কোরআনের নির্দেশ অমান্য কারীদের জন্য এবং যাহারা খোদার পুত্র আছে বলে তাহাদের জন্য এক ভীষণ শাস্তি আছে বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। খোদার পুত্র আছে প্রচার করার দরুণ পৃথিবীতে এরূপ এক দুর্দিন আসিবে যাহা আদমের সৃষ্টি অবধি কেয়ামত পর্যন্ত আসে নাই। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে এক মরুভূমিতে পরিণত করিবেন বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই ভূমিকার পর ১০—১৫ আয়াত পর্যন্ত বলা হইয়াছে খ্রীষ্টান জাতির প্রথম দল কখনও শেরেক করে নাই, তাঁহারা একই খোদার এবাদত করিতেন, তাঁহারা শেরেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে তাহাদেরই পরবর্তী জাতি প্রমান ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহার দরুণ তাহারা বড় জালেম বা ভীষণ অত্যাচারী হইবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র সংগে অপরকে অংশীদার মনে করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতেছে। ১৮—৩১ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন :—হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাহার সমসাময়িক খ্রীষ্টানদিগকে জাগ্রত মনে করিতেন, কিন্তু তাহারা জাগ্রত নহে এখন তাহারা নিদ্রিত। অচীরেই তাহারা জাগ্রত হইবে এবং ডান দিকে বাম দিকে অর্থাৎ সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা খুবই প্রবল ও প্রতাপশালী হইবে। তাহাদের বিরাট অট্টালিকায় কুকুর পা ছড়াইয়া থাকিবে। হে মোহাম্মদ (সাঃ), যদি আপনি তাহাদের সেই প্রতাপ উঁকি মারিয়া দেখিতেন তাহা হইলে আপনি ভয়ে পিঠ ফিরাইয়া পলাইতেন। তাহারা এই ভাবে জাগ্রত হইয়া পন্য দ্রব্য বহন করিয়া দেশ দেশান্তরে ফিরিবে। তাহারা যখন ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে কাহাকেও বিদেশে পাঠাইবে, তখন তাহারা তাহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিবে যেন কেহ তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে না পারে। কেননা তাহা হইলে সে দেশের লোক তাহাদিগকে পাথর মারিয়া তাড়াইয়া দিবে অথবা তাহাদিগকে তাহাদের স্বধর্মে ফিরাইয়া নিবে। এমতাবস্থায় কখনও তাহারা সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। তাহাদের এরূপ উন্নতি এবং মুসলমানগণের পতন দেখিয়া সেই যুগের মুসলমানগণ যেন খোদাতালার প্রতি আস্থা না হারায়, সেজন্য তাহাগিকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, তাহারা যেন সকাল বিকাল খোদাতালাকে আহ্বান করিতে থাকেন। কেননা মুসলিম জাতির পরিণতি শুভ, খ্রীষ্টান জাতির উত্থান বেশী দিন থাকিবে না, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। ইহা আল্লাহ্‌তা'লার অটল

বিধান, আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী পরিবর্তন হইতে পারে না। পৃথিবীতে এরূপ ভয়াবহ আজাব আসিবে যে, সেই আজাব হইতে মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। ৩২—৪৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বনি ইস্রাইল জাতির শেষ সেলসেলা বা জমাত খ্রীষ্টান জাতি এবং বনি ইস্মাইলের গোত্রে মুসলমান জাতির শেষ সেলসেলা আহমদীয়া জাতিকে দুই ব্যক্তির সহিত উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন, "তাহাদের একজনকে চারিদিকে খেজুর গাছ দ্বারা সুরক্ষিত দুইটি আঙ্গুরের বাগান দিয়াছিলাম। দুইটি বাগানের মধ্যে শস্য ক্ষেত্রও ছিল। যাহাকে বাগান দিয়াছিলেন সে ব্যক্তি কথায় কথায় অপর ব্যক্তির নিকট গৌরব করিত। সে খোদাতালার দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। সে মনে করিত তাহার ধন দৌলত চিরস্থায়ী। কখনও তাহার পতন ঘটিবে না। তাহার বন্ধু যিনি খোদাতালার সহিত কাহাকেও শরীক করিতেন না, তাহাকে বুঝাইতেন এবং উপদেশ দিতেন, এবং উপদেশ না মানিলে ধ্বংস আসিবে বলিয়া সতর্কও করিতেন; কিন্তু সে গৌরব করিত। সত্য সত্যই একদিন ধ্বংস আসিয়া তাহার চিরস্থায়ী সুখের বাগান মরুভূমিতে পরিণত করিয়া দিল। তখন সে আফসোস করিতে লাগিল, হায়! যদি আমি আমার প্রভূর সহিত কাহাকেও অংশীদার না করিতাম। আর তাহার নিকট এমন দলও ছিল না, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করে; এবং সে নিজেও বাঁচাইতে সক্ষম হইল না, কেননা এরূপ অবস্থায় সাহায্য করা একমাত্র খোদাতালার কাজ, এখানেই আল্লাহ্‌তালা খ্রীষ্টান জাতির পতন এবং মুসলিম জাতির উত্থানের ভবিষ্যৎদ্বাণী, দুই ব্যক্তির উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং মুসলমানদেরও কে সান্ত্বনা দিয়াছেন। তাহারা যেন কোন প্রকারেই নিরাশ না হয়। কেননা তাহাদেরই ভাগ্যরবী শীঘ্রই পশ্চিম গগনে দেখা দিবে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে ৪৬—৫০ আয়াতে আল্লাহ্-তা'লা অপর একটি উদাহরণ এই পৃথিবীর উপমা দিয়া বলিতেছেন: খ্রীষ্টান জাতির মধ্যে ঐশী বাণীর ধারা রহিত হইয়া যাইবে, ইহাতে তাহারা আধ্যাত্মিক ভাবে মরিয়া যাইবে। আকাশ হইতে পানি বর্ষণ হইলে যেমন পৃথিবী নূতন এবং তাজা হইয়া যায় এভাবে ঐশীবাণী পাইলে মানব হৃদয়—ভূমিও সঞ্জিবীত হইয়া উঠে। অন্যথায় হৃদয় মরিয়া যায়। তারপর পৃথিবীর পাহাড় অর্থাৎ সম্রাটগণকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উড়াইয়া দিবেন। তাহাতে পৃথিবী সমতল হইবে। সকলকেই এক যুদ্ধ মাঠে একত্রিত করিবেন, কাহাকেও বাদ দিবেন না। তখন তাহারা প্রথম যেরূপ দুর্বল ছিল সেইরূপ দুর্বল হইয়া যাইবে। সপ্তম-অনুচ্ছেদে ৫১—৫৪ আয়াতে আদম প্রসংগ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: যখন আদম খোদাতা'লার প্রতিনিধি হইয়া আসিলেন, তখন ইবলিস যে জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে ব্যতীত সকলেই আদমের বশ্যতা স্বীকার করিল। ইহাতে ইবলিসের যে পরিনতি হইয়াছিল এখানেও আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার প্রতিনিধি হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)কে খ্রীষ্টান জাতি না মানার ফলে তাহাদের অনুরূপ পরিনতি ঘটিবে

ইবলিস যেরূপ মানুষকে গোমরাহ করে, পরে আযাবের সময় সরিয়া পড়ে, খ্রীষ্টান জাতির অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহারা তিন খোদার প্রচার করিয়া জগতদ্বাসীকে পথ ভুলাইয়া লইবে, কিন্তু বিপদের সময় কোন কাজে আসিবে না। তাঁহাদের কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তবাদ সেদিন তাহাদিগকে মুক্তি দিতে সমর্থ হইবে না, এবং তাহারা নিজেরাও ধ্বংস হইবে অপরকেও ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইবে। অষ্টম অনুচ্ছেদে ৫৫—৬০ আয়াতে বলা হইয়াছে কোরআনে প্রত্যেক বিষয়ে মানুষকে বিশদ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তবুও মানুষ এবিষয়ে ঝগড়া করিতেছে। মানুষের নিকট হেদায়েত আসিয়াছে, তাহারা পূর্ববর্তীগণের অনুকরণে হেদায়েত মানিবে না যে পর্যন্ত না তাহাদের সামনে আযাব আসিবে। নবী, রসুল আসিলে মানুষ তাঁহাদের সংগে অনর্থক তর্ক করে। সত্যকে খণ্ডন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে এবং হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তবুও আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে শীঘ্রই ধ্বংস করেন না বরং তাহাদের ধ্বংসের জন্য সময় নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদিগকে অবসর দিয়া থাকেন। নবম ও দশম অনুচ্ছেদে ৬১—৮৩ আয়াতে বলা হইয়াছে মূসা (আঃ) ও তাঁহার সংগী এবং এমন এক মহাপুরুষের কথা, যাঁহার জ্ঞান আল্লাহ্ প্রদত্ত, তাঁহার শিক্ষা মুসা (আঃ)-এর শিক্ষার সহিত বাহ্যিক কোন মিল নাই ; কিন্তু উহা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসংগে আল্লাহ্তা'লা মুসা (আঃ) এবং খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী মহাপুরুষের কেচ্ছা বলিয়া এইকথা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, হযরত মুসা (আঃ)এর গতি দুই মহাসমুদ্রের সংগমস্থল পর্যন্ত; কিন্তু মূসা (আঃ) সংগমস্থলে যাইয়া নিদ্রা যাইবেন, কিন্তু তাঁহার সংগী জাগ্রত থাকিবেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের ভাজা মাছ সমুদ্রের পানির ছিটার স্পর্শে জীবিত হইয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইবে কিন্তু মুসা (আঃ)-কে তাঁহার সংগী তখন ইহা বলিবেন না, পরে তাঁহারা যখন সংগমস্থল পার হইয়া বহুদূর পর্যন্ত যাইয়া ক্লান্ত হইবেন, এবং মুসা (আঃ) ক্লান্ত হইয়া তাঁহার সাথী নওজোয়ানের নিকট বলিবেন আমরা ক্লান্ত হইয়াছি, আমাদের ভোরের নাস্তা আন, তখন তাঁহার (অনুচর) সাথী বলিবেন, যেখানে সমুদ্র কিনারায় আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম সেখানেই আমাদের মাছ সমুদ্রে চলিয়া গিয়াছে, আপনি যখন জাগ্রত হইয়া সফরের জন্য তাড়াতাড়ি করিলেন তখন আমি ইহা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, শয়তান আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। মূসা (আঃ) বলিলেন, উহাই ত আমরা খুঁজিতে ছিলাম, উহাই আমাদের গন্তব্যস্থল, তখন তাঁহারা তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ফেরত পথে চলিবেন, এবং আল্লাহ্র এক বান্দার সহিত দেখা হইবে যাহাকে আল্লাহ্তালা মহা করুণার পাত্র করিয়াছেন এবং বহুজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সহিত মুসা (আঃ) কিছুদিন অবস্থান করিবেন, কিন্তু মূসা-(আঃ) তাঁহার শিক্ষার তাৎপর্য না বুঝিয়া বহু আপত্তি করিবেন। পরে সেই মহাপুরুষ মূসা (আঃ)-কে বিদায় দিবেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্তা'লা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মূসা (আঃ) ও তাহার সাথী ঈসা (আঃ)-এর গন্তব্য পথ

হইল মূসা (আঃ)-এর শরিয়তের শিক্ষাকাল পর্যন্ত। তাঁহাদের শিক্ষা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌-তা'লার বান্দা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রচলিত থাকিবে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পর তাঁহাদের শিক্ষা মরা মাছের সদৃশ্য প্রাণহীন শিক্ষার ন্যায় হইবে। এই মরা মাছও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্পর্শে আসিলে পুনঃ তাজা হইয়া যাইবে। এই কথাটি কেবল মুসা (আঃ)-এর সংগী হযরত ঈসা (আঃ)-এর উম্মতগণই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু মুসা (আঃ)-এর উম্মত ইহুদীগণ সুপ্ত অবস্থায় থাকিবে। তৎপর জাগ্রত হইয়া যখন তাহারা শরিয়ত বিহীন অবস্থায় আরও বহুকাল কাটাইবে তখন তাহারা আত্মিক ভাবে ক্লান্ত হইয়া তাহাদের সাথী খ্রীষ্টানদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। তখন তাহারা বলিবে আমাদের পথ পিছনে রাখিয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ কোরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আধ্যাত্মিকতা পাইবে এবং জাতি হিসাবে জীবন লাভ করিবে। ইহুদীগণ তখন খ্রীষ্টান জাতিকে বলিবে, 'সেই পথেরই ত তালাশ করিতেছি"। তখন তাহারা উভয় জাতি মোহাম্মদী শরিয়ত গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ তাহারা শরিয়তের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক আপত্তি উঠাইবে, তখন তাহাদিগকে শরিয়তের অনুশাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

দশম ও একাদশ অনুচ্ছেদে ৮৪—১০২ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা 'যুলকার নাইন' প্রসংগ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'খ্রীষ্টান জাতির একদিক হইল ধর্ম জগতে অশান্তি এবং তাহাদের অপর-দিক হইল জড়বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতি, এই উন্নতির ফলে পৃথিবী এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে।' ধর্ম জগতে এ জাতির অশান্তি-সৃষ্টিকে হাদিসে আঁ-হযরত (সাঃ) দাজ্জাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কোরআনে উহা ত্রিত্ববাদ নামে অভিহিত। জড়বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতি ও রাজনৈতিক বিপ্লবের দিক দিয়া খ্রীষ্টান জাতিকে ইয়াজুজ মাজুজ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয়ের পূর্ব পুরুষকে সুদূর অতীতে 'যুলকার নাইন' নামীয় শক্তিশালী সম্রাট পার্বত্য সীমানার পর পারে সরাইয়া দিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যে প্রাচীর দিয়া পার্বত্য পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে মধ্য এশিয়াকে সেই যুগে তিনি তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহারা স্থলপথে মধ্য-এশিয়ার উর্বর শস্য ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে না পারিয়া সমুদ্র পথে পাড়ি দিবার মনস্থ করে, কিন্তু সমুদ্র পথ পাড়ি দেওয়া সোজা ব্যাপার নহে, তবুও তাহারা অবিরাম চেষ্টা চালাইতে থাকে, এই চেষ্টা চরিতের ফলেই আজ তাহারা আকাশের দিকে ধাওয়া করিয়াছে। যুলকার নাইন ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতি। খোদা-তালা তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একজন ধার্মিক সম্রাট, তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিতে যাইয়া ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয়ের পূর্ব পুরুষকে পার্বত্য সীমানার পরপারে আবদ্ধ করিয়া রাখার ফলে বিশ্বময় যে বিপর্যয় দেখা দিবে, সে জন্য খোদাতালা এই নামীয় একজন মহাপুরুষ প্রেরণ করিবেন। তিনি জগতময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। যেহেতু এই

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইয়াজুজ মাজুজ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে সেজন্য তাহাদের হেদায়েত করিবার জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাইবেন। যদি তাহারা সেই মহাপুরুষের হেদায়েত অমান্য করে, তাহা হইলে তাহারা এক আগ্নেয় জাহান্নামের সম্মুখীন হইবে। তাহারা এক জাতি, অপর জাতির উপর সমুদ্রের তরংগের ন্যায় ঝাপাইয়া পড়িবে, ইহাতে তাহাদের শক্তি চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ অমান্য করিয়াছে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কথা শুনিবারও অবসর পায় নাই।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদে ১০৩—১১১ শেষ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, খ্রীষ্টান জাতি আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দাসকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পরিণতি দাড়াইবে দোযখ; তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম শিল্প ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি বিফলে যাইবে। তাহারা তাহাদের রচিত স্বর্গসুখ ভোগ করিবার অসবর পাইবে না, তাহারা পুরস্কার স্বরূপ দোযখ ভোগ করিবে। আজ রাশিয়া এবং আমেরিকার কার্যকলাপ অবলোকন করিলে দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অপরদিক দিয়া এই অনুচ্ছেদে সেই মুসলমান জাতির শুভ পরিণতি, যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী, যাহারা এলহাম অহী লাভের প্রত্যাশি, তাহাদের জন্য জান্নাত বা চিরস্থায়ী সুখ নির্দ্ধারিত আছে। ইহাই আল্লাহ্‌র ওয়াদা।

সুরা কাহ্‌ফের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার পর আমরা হাদিসের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা সুধি সমাজে পেশ করিতেছি। দাজ্জালের অশান্তি হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) সুরা কাহ্‌ফের প্রথম দিক দিয়া কতক আয়াত পাঠ করিবার জন্য বলিয়াছেন। দাজ্জালের প্রকৃত পরিচয় এই সুরাতেই আছে। যাহারা আল্লাহ্‌র পুত্র আছে এই কথা প্রচার করে, তাহাদের মোকাবেলায় মুসলমান জাতিও যদি এক খোদার প্রচারে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা দাজ্জালের কৃত অশান্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু মুসলমানগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই উপদেশকে চরম অবহেলা করিয়াছে। আমাদের যুগের মুহাদ্দেছীনগণ তন্ত্রমন্ত্র পাঠের ন্যায় সুরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত কণ্ঠস্থ করিয়া পাঠ করাকেই যথেষ্ঠ মনে করিয়াছেন। তাহাদের খেয়ালমত দাজ্জাল আসিলে এইভাবে সুরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ পাঠ করিলেই দাজ্জাল তাহাদিগকে কিছু করিতে পারিবে না। হায় বড়ই আক্ষেপের বিষয়, তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীর যথার্থ মর্যাদা দিতে সমর্থ হন নাই। যানি না তাহারা কোন্ কল্পিত দাজ্জালের দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহাদ্দেসীন-গণের এহেন কার্যকলাপ দেখিলে সত্য সত্যই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বানী।

لا يبقى من القران الا رسمه .

"কোরআনের রসম ব্যতীত আর কিছুই বাকী থাকিবেনা।" অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজকাল এক শ্রেণীর আলেম শব্দের পিছনেই ছুটা-ছুটি করিতেছেন, তাহারা কিছুতেই হাদিসের سندا ، বা রূপকের তাবিল করিতে রাযী নহেন। ইহা যে কত মারাত্মক ভুল তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

শাম সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ দিয়া দাজ্জাল বাহির হইবে। এই কথার তাৎপর্য বুঝা কঠিন নহে। ইরাক ও শাম দেশ দুইটি বহু দিন হইতে ইসলামের কলংক কালিমা বহন করিয়া আসিতেছে। ইরাকের পূর্ব রাজধানী 'কুফা' শামের রাজধানী 'দামাস্কাস' বহুকাল হইতেই দাজ্জালের বিরাট ঘাটি রূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আজ মধ্যপ্রাচ্য রাজ্যগুলিতে বিশেষ করিয়া উক্ত দুইটি দেশে রক্তারক্তি ও বিপ্লবের পর বিপ্লব লাগাই আছে। অথচ এই দুইটি দেশ এককালে ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র ছিল। হযরত আলী (রাযিঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)-এর শাহাদতের পরও কিছুকাল উমাইয়া এবং আব্বাসীয়গণের রাজত্ব খেলাফতের নামে চলিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এদেশে পুনঃ রক্তারক্তি দেখা দিল। যেন হযরত আলী (রাযিঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাযিঃ)-এর প্রতিটি রক্ত কণিকার প্রতিশোধ আজও চলিতেছে, যেন ইহা আর থামিবে না। দাজ্জালের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন ইহাদের দ্বারাই আজ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। দাজ্জালের লীলাভূমি মধ্যপ্রাচ্য আজ এক আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন মুহূর্তে হাসরের মাঠে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ মধ্য প্রাচ্যের ভিতর দিয়াই পাক-ভারত এবং দূর-প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের এই অশান্তিপূর্ণ কাজগুলির সুযোগে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ দিয়া দাজ্জাল বাহির হইবে বলিয়া, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে 'কাশফে' দর্শন করান হইয়াছে। আর মধ্যপ্রাচ্যই ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যোগসূত্র। ইহাকে মুঠার ভিতর রাখিয়াই আজ পাশ্চাত্যজাতি পূর্বে ও পশ্চিমে প্রধান্য বিস্তার করিয়াছে। ইহাই আজ মুসলিম জাতির জন্য এক চরম সংকট। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আঁ-হযরত (সাঃ) সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, 'তোমরা দৃঢ় থাকিবে'।

কেননা দাজ্জালের অশান্তি চল্লিশদিন থাকিবে, ইহার বেশী থাকিবে না। এই দিবসগুলি ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় থাকিলে নিশ্চয়ই মুসলিম জাহানের দুর্যোগ কাটিয়া যাইবে ও তাহাদের জন্য শুভ প্রভাত দেখা দিবে। প্রথমতঃ দাজ্জালী যুগের বিপদাবলি মুসলিম জাতির জন্য খুবই কষ্টকর হইবে, পরে ক্রমে ক্রমে উহা গা সহা হইয়া পড়িবে। ইহার দিকে ইংগিত করিয়াই আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

> "একদিন এক বৎসরের সমান হইবে, তৎপর উহা এক মাসের সমান হইবে, তৎপর ধীরে ধীরে দুর্যোগের দিনগুলি মুসলমানগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তার দরুণ সাধারণ দিনগুলির ন্যায় অনুভব হইবে।"

দ্বিতীয় তাৎপর্য, দাজ্জালী যুগে সেই সব দেশগুলি আবিষ্কার হইবে, যে দেশে সাধারণত দিনগুলি সত্য সত্যই, স্বাভাবিক দিনগুলির চেয়ে অনেক বড়। মেরুদেশে ছয় মাসের দিন এবং ছয় মাসের রাত্রি। দাজ্জালী যুগে এই দেশগুলি আবিষ্কার হইয়া, আঁ-হযরত (সাঃ) যে আল্লাহর মনোনীত সত্য রসুল প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কেননা মনোনীত ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে আল্লাহতা'লা কাহাকেও গুপ্ত রহস্য অবগত করান না। যাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ইমান আছে তাহারাই

ইহার প্রতি বিশ্বাস করিবে, আর যাহাদের হৃদয় ইমান শূণ্য তাহারাই ইহা বিশ্বাস করিবে না।

اللهم صل على محمد

যখন একদিন এক বৎসরের সমান হইবে, তখন কি আজকালকার একদিনের নামায যথেষ্ট হইবে? নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন 'না সময় নির্দ্ধারিত করিয়া লইও'। আজকাল মেরুদেশ আবিষ্কার হইয়াই এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। পূর্বে এই সমস্যা দেখা দেয় নাই। যে সব পণ্ডিতগণ এই হাদিসে বিশ্বাসী নহেন তাঁহারা এখানে কি বলিবেন? হাদিসকে অস্বীকার করিয়া মেরুদেশ নাই বলিয়া উড়াইয়া দিবেন কি? মেরুদেশকে স্বীকার করিয়া নামাজের সমস্যার সমাধান কিভাবে করিবেন? উহার উৎস কোথায় সন্ধান করিবেন?

চল্লিশ দিনের আরেকটি তাৎপর্য

১। একদিন এক হাজার বৎসরের সমান, যথা আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন।

ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ٥

"নিশ্চয়ই একদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর।"

২। পঞ্চাশ হাজার বৎসরেও একদিন, যথা—

تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ٥

(المعارج)

"ফেরেশতা ও আত্মা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এমন একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

৩। চান্দ্রমাস হিসাবে—

আশী বৎসরেও একদিন হইয়া থাকে, যথা—

ليلة القدر خير من الف شهر ٥

القدر

"কদরের রাত্রি হাজার মাস হইতেও শ্রেষ্ঠ।" চান্দ্রমাস হিসাবে রাত্রি আগে আসে সেইজন্য দিনকে রাত্রির হিসাবে ধরা হইয়াছে।

উক্ত প্রমাণগুলিতে দেখা যায় ধর্মীয় পরিভাষায় দিনের পরিমাণ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগিতে বহুকাল বা বৎসর বুঝায়। এই হিসাবে আমরা হাদিসে বর্নিত একদিনের পরিমাণ এক বৎসর গণনা করিলেও হাসিসের মর্মে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। উপরোক্ত আয়াত সমূহে যেরূপ বিভিন্ন দিক লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করা হইয়াছে, এখানেও বিভিন্ন দৃষ্টিভংগিতে একাধিক অর্থ করা আদৌ অসংগত হয় নাই।

দাজ্জালের গতি কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করা হইলে নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, 'বায়ু দ্বারা মেঘ পরিচালিত হইলে যেরূপ উহা দ্রুত গতিতে চলে, দাজ্জালের গতিও সেইরূপ হইবে। বর্তমান রেল গাড়ী দেখিলে অবিকল তাহাই মনে হয়। যেন উহা প্রবল বায়ু সৃষ্টি করিয়াই এই সব যন্ত্র পরিচালিত করে। তৎপর হাদিসে সেচ পরিল্পনা এবং কৃষির কিঞ্চিত পরিমাণ উন্নতি সম্পর্কে আভাস দেওয়া হইয়াছে। আজ

সত্য সত্যই যান্ত্রিক যুগে কৃষির কতক উন্নতি হইয়াছে বৈকি। কিন্তু কোরআনে বর্ণিত কৃষি উন্নতির মাপ কাঠি পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ এখনও পৌঁছিতে পারে নাই। কেননা খোদাতালা কোরআনে বলিয়াছেন ঃ

مثل الذين ينفقون في سبيل الله
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء

"যাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে উহার তুলনা সেই শষ্যকণার ন্যায় যাহা সাতটি শিষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেক শিষে একশতটি করিয়া শস্যকণা উৎপন্ন হয়। আল্লাহ্ যাহাকে চান আরও দ্বিগুণ করিয়া দিতে সমর্থ।"

এই আয়াতে পরোক্ষ ভাবে হইলেও আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদের জন্য এই সত্য উদঘাটন করিয়া দিয়াছেন যে, একটি বীজ হইতে সাত শতটি শষ্য কণা উৎপাদিত হয়। এই হিসাবে বিঘা প্রতি ধানের ফলন হইবে আশি মণ, কেননা বিঘা প্রতি আমরা সাধারণত /৫ পাঁচসের বীজ বপন করিয়া থাকি। কোরআনে আছে ইহার বহুগুণও হওয়া সম্ভবপর। বৈজ্ঞানিকগণ ধান ও গমের ফলনের দিক দিয়া এখনও কোরআনে বর্নিত সীমায় পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা তখনই হইবে যখন বৈজ্ঞানিকগণ হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর হেদায়েত অনুসারে কোরআনের নীতির অনুসরন করিয়া এটমকে শান্তির কাজে প্রয়োগ করিবেন। আজকাল একদল বৈজ্ঞানিক এটমকে শান্তির কাজে প্রয়োগ করিবার জন্য গবেষণা করিতেছেন। পাকিস্তানের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ আব্দুস সালাম এ সম্পর্কে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে খোদা চাহেত কৃষির প্রভুত উন্নতি সাধিত হইয়া হাদিসের ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইবে।

তৎপর হাদিসে বর্নিত কথাগুলির তাৎপর্য এই যে, দাজ্জালের কথায় যাহারা কর্ণপাত করিবে তাহাদের কতক ক্ষণস্থায়ী উন্নতি হইবে এবং যাহারা তাহাদের কথায় সায় দিবে না, সাময়িক ভাবে তাহাদের জাগতিক অবনতি হইবে। এই ভবিষ্যদ্বানী সত্য সত্যই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। দাজ্জালের কথায় মুসলমানগণ প্রথমতঃ কর্ণপাত করেন নাই। সেজন্য মুসলমানগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ও অন্যান্য জাতি তাহাদের কথায় সায় দেওয়ায় সাময়িক উন্নতি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু পরিণতি তাহাদের শুভ নহে। তাহাদের এই সাময়িক উন্নতি দুই চারি দিনের জন্য। পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। আহ্‌মদীয়া জমাতের প্রেরণায় মুসলমানগণ আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌-জানাইয়াছেন,

پائے محمدیاں بر منار بلند تر
محکم افتاد — এলহাম মসিহে মাউদ আঃ

অর্থাৎ — মোহাম্মদীগণের পদ উচ্চতর মিনারায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।'

এই এলহামের ওয়াদা অনুসারে আজ মুসলমান জাতি লুপ্তগৌরব পুনঃ অধিকার লাভ করিতে

চলিয়াছে। মুসলিম জাতির অশেষ যাতনা ও কষ্টের পর আল্লাহ্‌তা'লা দয়া করিয়া মুসলিম জাতি তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে দাজ্জালীয়াত হইতে মুক্তি দিবার জন্য "হযরত মসিহ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে দামাস্কাসের পূর্ব দিকের শ্বেত মিনারার নিকট অবতীর্ণ করিবেন।" এখানে ঈসা ইবনে মরিয়ম অর্থ সেই দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার মৃত্যু প্রাপ্ত ঈসা (আঃ) নহেন বরং যেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মত ইহুদী সদৃশ হইবে সেইজন্য তাহাদের মুক্তিদাতা মহাপুরুষকেও আল্লাহ্‌র নবী মসিহ ইবনে মরিয়ম নাম রাখিয়াছেন। নতুবা উম্মতে মোহাম্মাদীগণও সত্যিকারের ইহুদী নহেন এবং তাহাদের মুক্তিদাতাও মরিয়মের গর্ভজাত ঈসা নহেন। 'শ্বেতমিনারার' নিকটবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হইবার কথাও রূপকভাবে বলা হইয়াছে। শ্বেত মিনারা 'শান্তির প্রতিক' অর্থাৎ হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) আসিয়া ইসলাম ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কোন রক্তপাত করিবেন না বরং তিনি শান্তির ভিতর দিয়া এমন এক পথ আবিষ্কার করিবেন যাহা 'তুর পর্বতের' ন্যায় নিরাপদ হইবে। উহাই তবলীগের পথ। ইহাকে কোরআনের ভাষায় 'জেহাদে কবীর' বলা হইয়াছে। আজ সত্য সত্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি, হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জমাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে ইসলাম ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য এই জেহাদে কবীরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এবং ইসলাম জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে।

হাদিসে বর্ণিত 'দাজ্জাল, যৌবনে পরিপূর্ণ একজন যুবককে ডাকিবে এবং তাহাকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিবে। তৎপর দাজ্জাল তাহাকে ডাকিবে, তখন সে হাসিমুখে তাহার সামনে আসিবে।'

'যৌবনে পরিপূর্ণ যুবক'-এর তাৎপর্য আমি পূর্বেই বলিয়াছি। যুবক অর্থ শক্তির প্রতিক অর্থাৎ দাজ্জাল জাতি মুসলিম জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বিরাট ষড়যন্ত্র করিবে; কিন্তু মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে তাহারা পুনঃজীবিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিকই তাহাই হইয়াছে। দাজ্জাল জাতি, (পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ) ক্ষমতা লাভের পর ক্রমাগত মুসলিম শক্তিগুলিকে দুর্বল করিবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে আপষে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া রাখিয়াছে। হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর আগমনের পর মুসলমানগণের মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। তৎপর মুস্‌লেহ মাউদ (আইঃ)-এর কালে তাহাদের মধ্যে পূর্ণ জাগরণ আসে এবং তাহারা ক্রমাগত একের পর এক করিয়া দাজ্জালের নাগপাশ কাটিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকে। এখন তাহাদের মধ্যে ঐক্যের এক জোয়ার আসিয়াছে, বিভিন্ন নাম দিয়া তাহারা এখন মুসলিম জাহানকে এক করিবার আয়োজন করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে উহা পূর্ণ হইবেই। হইবে ইহাকে রোধ করিবার কাহারও শক্তি নাই। ان شاء الله تعالى।

হাদিসের মধ্যে আছে 'মসিহ মাউদ (আঃ) যরদ রং-এর দুই খানা চাদর পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেস্তার কাঁধে ভর করিয়া দামাস্কাসের পূর্ব দিকের শ্বেত মিনারার নিকট অব-

তীর্ণ হইবেন।' সাধারণের মধ্যে প্রচলিত 'দামাস্কাসের শ্বেত মিনারায়, অবতীর্ণ' হওয়ার কথা একেবারে ভুল। আলেমগণ কুট তর্ক করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'দামাস্কাসের পূর্ব দিকে যেরুজালেমে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতীর্ণ হইবেন।' ইহাও সম্পূর্ণ ভুল। পাঠকগণ! আপনারা মধ্য এসিয়ার মানচিত্র দেখিলেই মৌলবী সাহেবগণের এই বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় পাইবেন। আপনারা আশ্চর্য্য হইবেন যে, বয়তুল মোকাদ্দাস বা যেরুজালেম দামাস্কের পূর্ব দিকে ত নয়ই, বরং পশ্চিম দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আলেমগণের এহেন অজ্ঞতার ঔষধ আমাদের নিকট কি আছে? কোন্ ঔষধ দিলে তাহাদের চক্ষু ফুটিবে? পাঠক আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, দামাস্কাসের পূর্বদিকের সেই 'বয়তুল মোকাদ্দাস' বা পবিত্র শহর হইল 'কাদিয়ান' যেখানে হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহ্‌মদ মসিহে মাউদ (আঃ) অবতীর্ণ হইয়াছেন! দামাস্কাসের পূর্ব দিকের এই পবিত্র শহর একই রেখায় অবস্থিত। (এশিয়ার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। এখন হাদিসের এই শব্দ ফেরেস্তার কাঁধে ভর দেওয়ার অর্থ হইল হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-কে স্বর্গ হইতে দুই প্রকারের শক্তি প্রদান করা হইবে। উহা হইল আসমানী অহী-এলহাম এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণ। এই দুই প্রকারের প্রমাণ দ্বারাই তিনি দাজ্জাল জাতির পিছনে ধাওয়া করিবেন। কিন্তু দাজ্জাল জাতি বা খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীগণ ইহাতে প্রমাদ গণিবেন এবং কখনও তাহারা হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর মোকাবেলা করিতে চাহিবেন না। অবশেষে তাহারা তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। তাহাদিগকে 'লুদের দ্বার দেশে পাইবেন' এবং এইখানেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবেন। দাজ্জাল জাতি বিরাট তার্কিক হইয়াও তাহারা এই তর্ক শাস্ত্রেই মসিহ মাউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতার সামনে বিগলিত হইবে। মৌলবী সাহেবগণ এখানেও বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহারা 'বাবেলুদ' কোন. পার্বত্য অঞ্চলে খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছেন। অথচ কোরআনে বর্ণিত قوما لدا 'তার্কিক জাতির এই শব্দের প্রতি তাহাদের চক্ষু পড়ে নাই।'

وهم الد الخصام তাহারা অর্থাৎ খ্রীষ্টান জাতি খুবই তার্কিক। কোরআনে বর্ণিত এই শব্দগুলি হাদিসের সহিত সামঞ্জস্য দিলে সহজেই অনুমতি হয় যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে থাকিবে। অবশেষে তর্কযুদ্ধে এবং মোবাহেলা বা পরস্পর বদ দোয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে এবং তাহারা সম্পূর্ণ পর্য্যদুস্ত হইবেন। পাঠকগণ! আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে, হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর সংগে বিখ্যাত পাদ্রী আবদুল্লা আথম এবং ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক প্রভৃতি পাদ্রীগণের এক বিরাট মোনাযেরা বা তর্কযুদ্ধ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই তর্কযুদ্ধে পাদ্রীগণ পরাজিত হইয়া আজও তাহারা আহ্‌মদীয়া জমাতের মোকাবেলা করিতে অপারগ। শুধু ইহাই নহে বরং পাদ্রী আবদুল্লাহ আথম এবং আমেরিকার বিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডুই হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর বদদোয়ায়

হালাক হইয়া যায়। "তাঁহার নিঃশ্বাস যখনই কাফেরের গায়ে লাগিবে তখন সে মরিয়া যাইবে;" 'নিঃশ্বাসের' অর্থই বদদোয়া। "তাঁহার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাঁহার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিবে।" বদদোয়া অর্থেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর, অন্যথা নহে। সাধারণতঃ আমরাও যখন কাহাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে দেখি তখন বলিয়া থাকি আর বদ-দোয়া করিবেন না। পাদ্রীগণের পালা শেষ হইলে আল্লাহ্‌তা'লা এই খ্রীষ্টান জাতির অপর দল ইয়াজুজ মাজুজকে প্রেরণ করিবেন। এই ইয়াজুজ মাজুজ কাহারা? যাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে খুব উন্নত হইয়াও খোদার পুত্রের মিথ্যা মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আকাশে উড়িয়াও তাহারা ধর্মের সাধারণ কথা বুঝিতে অক্ষম, ইহা ভাবিতেও আজ আমাদের খুব কষ্ট হয়। ইয়াজুজ মাজুজের কথা বলিবার পূর্বে পাঠকগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, আলেমগণ আকাশ হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত ঈসাকে (আঃ) গেরুয়া বসন পরিহিত অবস্থায় টানিয়া আনিয়া ইসলাম জগতে যে, বিরাট অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) অগমন না করিলে সত্য সত্যই আজ আমরা ইসলামের চিহ্নটুকুও দেখিতে পাইতাম না। আপনারা আশ্চর্য হইবেন যে, যরদ রংঙের দুইটি চাদর বা দুইটি রোগে আক্রান্ত হযরত মির্যা সাহেব কিভাবে পাদ্রী, আর্য সমাজী, বেদান্তি, ব্রাহ্ম এবং নাস্তিক ভাবাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে একই সংগে লিখনি ধারণ করিয়া অলৌকিক ভাবে ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। ইহা আমাদের ধারণা এবং চিন্তার অতীত যে এক ব্যক্তি চির রুগ্ন হইয়াও কিভাবে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা কি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার উজ্জল নিদর্শন নহে? তাঁহার পিছনে খোদা-তা'লার অসীম শক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে কখনও তিনি এতগুলি বিরুদ্ধবাদী শক্তির মোকাবেলায় জয়যুক্ত হইতে পারিতেন না। অথচ এই ইসলামের বীর সেনানীগণ তথা কথিত আলেম সমাজ পদে পদে তাঁহার বিরোধিতা করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। এতদসত্বেও তিনি সবাইকে পরাজিত করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সঃ আঃ) এই জন্যই রুগ্নের প্রতিক 'যরদ চাদর' পরিহিত অবস্থায় হযরত মসিহে মাউদকে (আঃ) আসমান হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন। আসমান হইতে অবতীর্ণ অর্থই হইল তিনি আসমান হইতেই শক্তি লাভ করিবেন। জড় শক্তির কোন প্রয়োজন হইবে না। বিনা রক্তপাতেই তিনি ইসলাম ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া রাম কৃষ্ণ মিশনের প্রচারক সাজিয়া আসা নহে।

তৎপর আঁ-হযরত বলিতেছেন যে, "আল্লাহ্‌-তা'লা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট অহী প্রেরণ করিবেন, নিশ্চয়ই আমি আমার এমন বান্দাকে প্রেরণ করিব যাহার সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। অতএব আমার বান্দাদিগকে তূর পর্বতে লইয়া গিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ কর'; তৎপর আল্লাহ্‌তা'লা ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয়কে প্রেরণ করিবেন। তাহারা উচ্চ ভূমিতে দৌড়িবে,

তাহাদের প্রথম দল তিব্রিয়া উপসাগরের পানি শোষণ করিয়া ফেলিবে।"

শক্তিশালী দাজ্জাল জাতি, যাহারা বেহেস্ত-দোযখ সংগে লইয়া আসিবে, আকাশ পাতাল যাহাদের কথা শুনিবে, এমন জাতিকে যে মসিহ (আঃ) কেবল মাত্র নিঃশ্বাসের দ্বারা মারিয়া ফেলিবেন তাঁহাকেই আল্লাহ্‌তা'লা বলিতেছেন, 'ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয়ের মোকাবেলা করিবার ক্ষমতা তোমার নাই, তুমি আমার বান্দাদিগকে তুর পর্বতে নিয়া সেখানে আশ্রয় গ্রহণ কর।' এহেন পরস্পর বিরোধী কথা সত্য সত্যই আল্লাহ্‌তা'লার শান ও মহিমার বিপরীত নহে কি?

شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها

'আমার স্বপ্নটি ব্যাখ্যা বাহুল্যে দুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছে।"

দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মাজুজ জাতি সকলেই কাফের। কাফেরগণই হযরত মসিহ (আঃ)-এর নিঃশ্বাসে মরিয়া যাইবে। কিন্তু হাদিসের এই অংশ অন্যাংশের বিপরীত। প্রকৃত কথা হইল এই যে, হযরত নবী করিম (দঃ) কে আল্লাহ্‌তা'লা খ্রীষ্টান জাতির দুইটা দিক কাশ্‌ফে দেখাইয়াছেন, একদিক দাজ্জালিয়ত অপর দিক হইল ইয়াজুজ মাজুজিয়ত। এই খ্রীষ্টান জাতির একদল ইসলাম ও আঁ-হযরতের (দঃ) বিরুদ্ধে জগতময় কুৎসা রটনা করিয়া ইসলামের জ্যোতি কে মুখের ফুৎকারে নির্বাপিত করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইবে না। সত্য সত্যই খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এই অপকর্ম করিয়া দাজ্জালিয়াত প্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-কে তর্ক যুদ্ধে এবং মোবাহেলায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি ইহাদের সহিত জেহাদ কবির সফলতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যখন এই খ্রীষ্টান জাতির অপর দল ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয় শক্তিমদে মত্ত হইয়া মুসলিম রাজ্যগুলি একের পর এক করিয়া বিনষ্ট করিতে থাকিবে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা এই আদেশ করিবেন যে, এখন তুমি ইহাদের মোকাবেলা করিও না। অস্ত্র যুদ্ধ না করিয়া তুর পর্বতের ন্যায় নিরাপদ পন্থা অবলম্বন কর। শুধু জেহাদে কবীর এবং জেহাদে আকবরে লিপ্ত থাক। যখন এই জাতির ধ্বংসের সময় আসিবে তখন তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। এখনও ইহাদের ধ্বংসের সময় আসে নাই। কিছুকাল তুমি অস্ত্র যুদ্ধ পরিহার করিয়া নিরাপদ পন্থা অবলম্বন কর। বস্তুতঃ হযরত মসিহে মাউদ (আঃ) আমাদিগকে তবলীগ এবং আত্মশুদ্ধির সবক দিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইয়া শক্তিশালী জাতি গঠন করিতে বলিয়াছেন। ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার ইহাই একমাত্র পন্থা।

তৎপর ইয়াজুজ মাজুজ জাতিদ্বয় সাগরের জলরাশি শোষণ করিবে। স্বপ্নে সাগরের পানি পান করার অর্থ হইল রাজত্ব লাভ করা বা পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করা। এই জন্যই আল্লাহতা'লা তাঁহার নবী (দঃ) কে দেখাইয়াছেন যে, এখন খ্রীষ্টান জাতির উত্থানের সময়, ইহাদিগকে প্রাধান্য লাভ করিতে দাও। এখন ইহারা উপরে উঠিবেই, ইহাদিগকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

এখন কেবল মাত্র এই সময় টুকুর সদ্ব্যবহার কর, আত্মশুদ্ধি এবং তবলীগের দ্বারা নৈতিক ও আত্মিক শক্তি গঠন কর, ও দোয়াতে লিপ্ত থাক। অচিরেই ইহাদের হালাক হইবার সময় আসিবে এবং ইহারা হালাক হইয়া যাইবে। এই জাতিদ্বয় উন্নতি করিতে করিতে যখন তাহাদের মধ্যে গর্ব আসিবে তখন তাহারা বলিবে!

"আমরা জগতবাসীকে হত্যা করিয়াছি এখন চল আমরা আকাশবাসীদিগকে হত্যা করি। এই বলিয়া তাহারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্ তা'লা তাহাদের তীর রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন।"

তাহারা যদিও মুসলমানদের রাজত্ব নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু তাহারা মুসলমানদের আত্মিক শক্তিকে নষ্ট করিতে পারিবে না, এখানে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইবে। কেননা এই যুগেই হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) তাঁহার জমাত সহ আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকিবেন। ইহার ফলেই ইয়াজুজ মাজুজ হালাক হইয়া যাইবে। আকাশের দিকে যখন তাহারা তীর নিক্ষেপ করিবে তখনই তাহাদের হালাক হইবার সময় উপস্থিত হইবে। পাঠক পাঠিকাগণের অনেকেই স্মরণ থাকিবে যে, রুশ আকাশচারী টিটভ, আকাশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিয়াছিল যে, সে খোদাকে কোথাও দেখিতে পায় নাই। ইহা কি আজ নূতন? না, ইহা নূতন নহে। আমরা কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে মিশর সম্রাট ফেরাউনের মুখেও এই কথা শুনিতে পাইয়াছি। যখন হযরত মুসা (আঃ) তাহার নিকট এক খোদার ঘোষণা করিলেন, তখন সে বলিয়াছিল "হে হামান আমার জন্য অগ্নি প্রজ্জলিত কর এবং উঁচু মিনার তৈরি কর। আমি সেখানে চড়িয়া মুসার খোদাকে দেখিয়া আসি। আমি তাহাকে মিথ্যা মনে করি।" (আল কোরআন)। সে যুগেও একজন নবীর প্রচারিত ধর্ম এবং সেই ধর্মের খোদাকে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা এবং উপহাস করিয়া ফেরাউন এই কথা বলিয়াছিল। তখন খোদাতালা তাঁর রুদ্রমূর্তি লোহিতসাগরে ফেরাউনকে দেখাইয়াছিলেন। তখন সে নিরুপায় হইয়া বলিয়াছিল, 'মুসা ও হারুণের খোদার প্রতি ঈমান আনিলাম।' এ যুগের ফেরাউনদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার রুদ্র মূর্তি প্রদর্শন করিবেন, তখন কাহারও দাম্ভিকতা ও অহংকার থাকিবে না। স্বতঃই তখন তাহারা বলিয়া উঠিবে মোহাম্ম (দঃ)-এর খোদার প্রতি ঈমান আনিলাম। হায়! তখন তাহাদের ঈমান কোন কাজে আসিবে না। তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। সর্বগ্রাসী প্লেগের কীট তাহাদের জাতিকে ধ্বংস করিবে। তাহাদের জন্য আকাশ ও জমিন রোদন করিবে না। সেইদিন সমাগত বরং মাথার উপরে পৌঁছিয়াছে।

ইহাদের হালাক হইবার পরই আবার সারা বিশ্বে খোদাতা'লা এবং তাহার ধর্মে জয় জয়াকার দেখা দিবে। সারা বিশ্বই তৌহীদ এবং হযরত মোহাম্মাদ (দঃ)-কে মানিয়া লইবে। তখন ইসলাম ধর্মেরই প্রাধান্য হইবে। পৃথিবী প্রচুর ফসল দিবে। ধনধান্যে উহা পরিপূর্ণ হইবে।

সারা বিশ্ব স্বর্গে পরিণত হইবে। এখন মানুষেরই পাপের ফলে হাহাকার লাগিয়া আছে। জুলুম, অত্যাচার, চুরি, ব্যাভিচার, জুয়া, মদ, হারামখুরী, জালিয়াতি প্রভৃতি অন্যায়ের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌র রহমতকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের অন্যায়ের বিষাক্ত আব-হাওয়ায় অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক আজাব আসিয়া দেখা দিয়াছে। হে আল্লাহ্‌! আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমীন।

ফ্যাসন-পূজা রূপ মহামারী হইতে বাঁচিয়া থাক

আহ্‌মদীয়া জমাতকে ইস্‌লামের শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে

হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাজিঃ)

পর্দার অভাব ও ফ্যাসন-পূজার পারস্পরিক সম্বন্ধ দুই ভগ্নির ন্যায়। কারণ ইহাদের একটির উপর অন্যটির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বেপর্দার অভ্যাস অবশেষে স্ত্রীলোকদিগকে ফ্যাসন-পূজার দিকে আকৃষ্ট করে। আমাদের জমাতের স্ত্রীলোকদের উচিত এই উভয় দোষ হইতেই আত্মরক্ষা করা। অর্থাৎ, তাঁহারা ইসলামী পর্দা পালন করিবেন এবং ফ্যাশন-পূজার মহামারী হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। নচেৎ, তাঁহারা কখনও সাচ্চা আহ্‌মদী ও সাচ্চা মুসলমান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ইসলাম সরল জীবনের উপর জোর দেয়। হযরত মসিহ্‌ মাউদ আলাইহেস সালাম সর্বদা সরল জীবন যাপনের উপদেশ দান করিতেন। আমার কানে সব সময় হুযুরের এই কথাগুলি গুঞ্জন করে, "যাহারা পৃথিবীতে সরল, সাদা-সিধা জীবন যাপন করে তাহারা অত্যন্ত প্রিয়।" খোদা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রসুল খাতামুন-নাবিয়ীনের পদ-মূলে পার্থিব দৌলত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আরবের মুকুটহীন বাদশাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই উচ্চ সম্মান সত্ত্বেও এমন সরল জীবন যাপন করেন যে, পৃথিবীতে উহার নজীর নাই। হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি মোটা বেতের চাটাইর উপর অসঙ্কোচে শয়ন করিতেন। তাঁহার দেহে ইহার দাগ দেখা যাইত। একবার একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কোন অভাব জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল। তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এই দৃশ্য দেখিয়া অস্থির হইয়া তাহার দিকে ঝুকিয়া সস্নেহে বলিলেন ঃ

"মা, ভয় পাইবেন না। ভয় পাইবেন না। আমি কোন বাদশাহ্‌ নই। আপনাদেরই মত একজন মানুষ, যাহাকে এক আরব মাতা প্রসব করিয়াছিলেন।"

সুতরাং, সরল জীবন যাপন ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের বিশেষ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাহারাই প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত আহ্‌মদী বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যাহারা ধন দৌলত ও সাচ্ছন্দ্য সত্বেও সরল জীবন যাপন করেন এবং দরিদ্র ভাই বোনদের সহিত এমন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বাস করেন, যেন তাহারা একই পরিবার ভুক্ত। আমি একথা স্বীকার করি যে, বিশুদ্ধ শোভা ও পারিপাট্য—যদ্বারা দেহ ও কাপড়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে বুঝায়—ইস্‌লামে নিষেধ নয়। বরং ইস্‌লাম ইহার উপর জোর দেয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এমন পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, জু'মার দিন স্নান ও দেহ পরিষ্কার করিয়া মস্‌জিদে আসিবে। ধোয়া পরিষ্কার কাপড় পরিবে। উপায় থাকিলে সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিবে। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, স্ত্রীলোকগণকে বিশেষ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শোভা সৌন্দর্যের শুধু অনুমতিই দেওয়া হয় নাই, বরং উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, স্বামীর জন্য বাহ্যিক ভাবেও আকর্ষণ ও আরাম স্বরূপা হইবে। হাদিসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবীর স্ত্রী একবার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার কেশ আলুলায়িত ছিল। কাপড়-চোপড় ময়লা ছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বোন, তোমার একি অবস্থা?" মহিলাটি উত্তর করিলেন, "রসুলুল্লাহ্, আমি কাহার জন্য পরিপাটি করিব? আমার স্বামী দিনে রোজা রাখেন। রাত তাহাজ্জুদ নামাজে কাটান।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বামীকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্বক বলিলেন:

> "তুমি কি বিবির হক ছিন্ন করিয়া খোদাকে দিতে চাও? শোন, খোদা এই প্রকার মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। তিনি চান, বান্দার হক বান্দাকে দিবে, খোদার হক খোদাকে দিবে এবং স্ত্রীর হক স্ত্রীকে দিবে।"

সুতরাং, ইস্‌লাম একটি একান্ত প্রিয় ও সাম্যের ধর্ম। ইহা শুধু খোদা-তা'লারই নয়, স্বামী-স্ত্রী, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের, এবং শত্রুদের পর্যন্ত হক নির্ধারণ করিয়াছে। এই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ দ্বারা খোদা-তা'লার সন্তুষ্টি লাভ না হইয়া তাঁহার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

ইস্‌লাম যেমন ন্যায্য জরুরী সীমা পর্যন্ত শোভা সৌন্দর্যের অনুমতি দেয়, তেমনি ন্যায্য সীমার বন্ধনী টানিয়া ইহাকে সংযতও করে। আমাদের জমাতের কর্তব্য, পুরাপূরি সততার সহিত এই সকল নিয়মাবলী পালন করা। সংক্ষেপে নিয়ম গুলি এইরূপ:

(১) এমন কোন পরিপাটি সাজ-সজ্জা করিবে না, যাহা সরল জীবনের পরিপন্থী, যাহার ফলে স্ত্রীলোক তাহার দেহ ও বেশ-ভূষার পরিপাট্যকে এতই আকর্ষণীয় করিয়া তোলে যাহা নিষিদ্ধ এবং ভদ্র ও সাধু-সজ্জনের চক্ষে দূষণীয় হয়।

(২) শোভা সৌন্দর্যের ব্যাপারে এমন মগ্ন হইবে না যেন, ইহাই মূল উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। সরল জীবন যাপন করিবে।

(৩) কোন পর্দাশীলা স্ত্রীলোক কোন প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া বাজারে গেলে বা গৃহের বাহির হইলে লিপষ্টিক্ ও চেহারায় পাওডার প্রভৃতি ব্যবহারে বিরত থাকিবে। বাহিরে আসিতে হইলে পর্দার পুরাপুরি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

(৪) বোরকা বা পোষাকের উপর পরিবার চাদর সম্পূর্ণ সাদাসিদা হওয়া চাই। উহা চটকদার রঙ, কারুকার্য বা নক্সাদার হইবে না। কারণ 'বোরকার' উদ্দেশ্য সাজ সজ্জা ও পারিপাট্য গোপন করা—বোরকাকেই শোভা বর্ধনে পরিণত করা নয়।

(৫) স্কুল কলেজে যে সকল যুবতী যায় তাহাদের পক্ষে একান্ত জরুরী, সব রকমের অনাবশ্যক শোভা বর্জন পূর্বক সারল্য গ্রহণ। অবশ্য, দেহ ও কাপড় পরিষ্কার রাখিবে। কিন্তু চেহারা ও পোষাক কখনও কৃত্রিম উপায়ে আকর্ষণীর করিবে না।

আমি আশা করি, আমাদের রাবওয়ার ভাই বোন বিষেশ ভাবে এবং অন্য সহরগুলির ভাই বোন বিশেষ ভাবে আমার এই দরদ ভরা উপদেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সত তার সহিত পালন করিবেন, যাহাতে এক দিকে তাঁহাদের জীবন খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হয় এবং অন্য দিকে জামাতের বদনামসৃষ্টি না হয়।

আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমার জ্ঞানানুসারে উভয় দিকের সার্থকতা ও অনর্থ উভয় বিষয় নিয়াই আলোচনা করিয়াছি। 'নিগরাণ বোর্ড' সম্প্রতি এক বৈঠকে জামাতের সকল সদর কর্মকর্তা, জিলা আমীর ও মোকামী ওহদেদার দিগকে জোর দিয়া হিদায়েত করিয়াছেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে জামাতের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং কোন শিকায়েত জন্মিলে প্রাথমিক সতর্ক করণের পর মরকজের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট করিবেন। এখন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আমাদের উপর রহিয়াছে। বিশ্ববাসী দেখিতেছে যে আমরা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের কি আদর্শ উপস্থিত করি। খোদা করুন আমাদের জামাতের আবালবৃদ্ধবণিতা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের এমন আদর্শ প্রদর্শন করিবেন যেন বিশ্ববাসী তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠে যে ইহা ইসলামের খাঁটি আদর্শ এবং আমরা পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিলে পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ও হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের রুহ যেন আমাদিগকে দেখিয়া এই বলিয়া আনন্দিত হন যে, আমরা তাঁহাদের হেদায়েত পালন করিয়াছি। আমীন, ইয়াআরহামুর রাহেমীন।

অনুবাদক—মৌলবী এ. এইচ. মোহাম্মাদ
আলী আনওয়ার

✱

আউজুবিল্লাহ তত্ব

اعوذ با لله من الشيطن الرجيم ۔

অর্থাৎ—"বিতাড়িত শয়তান হইতে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

فاذا قرات القران فاستعذ بالله

"যখন তোমরা কোরআন পাঠ আরম্ভ কর তখন প্রথমে আল্লাহ্-তা'লার সাহায্য চাহিয়া লও।" (সুরা নহল, ১৩ রুকু, ৯৯ আয়েত) ইহা একটি গভীর অর্থবোধক অত্যন্ত জরুরী দোয়া। আল্লাহ্-তা'লার এই আদেশ অনুযায়ী আমরা কোরান পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে উক্ত দোয়া। পাঠ করিয়া আল্লহ-তা'লার আশ্রয় চাহিয়া লই। ইহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ।

প্রথম—আমরা যেন পবিত্র কোরআনের কোন কল্যাণ হইতে বঞ্চিত না হই এবং দ্বিতীয়—আমাদিগকে যেন কোন অকল্যাণ স্পর্শ না করে। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, আমাদিগের আত্মা পীড়িত হওয়ার কারণে বা সঙ্গ দোষে, কিম্বা কোন পাপের ফল স্বরূপ পবিত্র কোরআনের উচ্চ শিক্ষা বুঝিয়াও পালনে আমরা অসমর্থ হইয়া কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হই। অথবা কোরআনের শিক্ষা উপলব্ধি করিতে অসামর্থ হেতু ভ্রমে পতিত হইয়া নিজেদের জন্য অমঙ্গল ডাকিয়া আনি। যাহাতে আমরা উক্ত দুই প্রকারের কোন একটি বিপদেও না পড়ি, সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে উপরুক্ত দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তদনুযায়ী হযরত রসুল করীম (সাঃ) নামাজের মধ্যে সুরা ফাতেহার পূর্বে এই দোয়া পাঠ করিতেন এবং আমরাও তাহারই অনুসরণে ইহা করিয়া থাকি।

পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের শেষ পারার সুরাগুলি ক্রমশঃ ছোট হইতে আরও ছোট, সহজ হইতে আরও সহজ বলিয়া আমপারার সুরা গুলিকে উল্টাদিকে সাজাইয়া ছেলেদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া হয়। এইভাবে ছেলেদের জন্য পবিত্র কোরআনের প্রথম সবক আম পারার

قل اعوذ برب الناس

অর্থাৎ,—"বল : আমরা আশ্রয় চাহি জনগণের রবের নিকট।" তাহার পরবর্ত্তি সুরায়ও আল্লাহ্তা'লার আশ্রয় চাওয়া হইয়াছে।

সুতরাং বালকগণ যখন পবিত্র কোরআনের তেলাওত গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ করে, তখন তাহারা এখানে অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার আশ্রয়ের প্রার্থনাতে আসিয়াই শেষ করে। বয়স্কগণের পবিত্র কোরআনের পাঠারাম্ভ আল্লাহ্তা'লার আদেশে আশ্রয় চাওয়া দ্বারা হয় এবং ছেলেদের আরম্ভ একদিকে আল্লাহ্-তা'লার আদেশানুযায়ী তাঁহারই আশ্রয় চাহিয়া এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে সুরা আরম্ভের মধ্য দিয়া আল্লাহ্-তা'লার আশ্রয় চাহিয়া হয়। তাহারা আবার যখন কোরআন পাঠ শেষ করে তখনও তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার শেষের ছোট সুরাগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার আশ্রয়

চাওয়ার দ্বারা শেষ করিতে হয়। এইভাবে আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয় চাহিয়া পবিত্র কোরআনের পাঠারম্ভ এবং তাঁহার আশ্রয় চাহিয়া শেষ করার মধ্যে কি প্রজ্ঞা রহিয়াছে?

কোরআন মজিদ পাঠ বিষয়ে আগে ও পরে আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট আশ্রয় চাওয়ার কড়াকড়ি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন আল্লাহ-তা'লার বাণীর পূর্ণ কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া লই। এখানে আরও একটি জানিয়া রাখার বিষয় এই যে, পবিত্র কোরআনের যে কোন 'আয়েত' পাঠ করিবার পূর্বে যেখানে "বিছমিল্লা-হের রাহমানের রাহিম" আয়েত নাই, সেখানে শুধু "আউজুবিল্লাহে মিনাশ্শায়তানের রাজিম" পাঠান্তে তেলাওয়াৎ করিতে হইবে। অনেকে ভুল করিয়া যেখানে "বিছমিল্লাহ্‌" আয়েত নাই, সেখানেও আউজুবিল্লাহের পর "বিছমিল্লাহ্‌" পড়িয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ বিছমিল্লাহির-রহমানের রাহিমও একটি আয়েত এবং যেখানে যেখানে উহা পাঠের প্রয়োজন, আল্লাহ্‌-তা'লা স্বয়ং এই আয়েত সেখানে সেখানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

এখানে আর একটি কথা না বলিলে পবিত্র কোরআন পাঠে আল্লাহ্‌-তা'লার আশ্রয় চাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপের কারণটি অজানা থাকিয়া যায়। উহা এই। প্রত্যেক বস্তুর একটি দেহ এবং প্রাণ আছে। এই দুইটির একত্র সংযোগে বস্তুট ক্রিয়াশীল থাকে। পবিত্র কোরআন সম্বন্ধেও উক্ত দুইটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য। উহার মূল বচন দেহ স্বরূপ এবং উহার প্রকৃত অর্থবোধ প্রাণ স্বরূপ। যে ব্যক্তি আত্মার মধ্যে এই দুইটি বিষয়ের সংযোগ হইয়াছে, সে সৎকর্মে সক্রীয়। দেহ ছাড়া আত্মা ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারেনা, এবং আত্মা ছাড়া দেহ নিষ্ক্রীয়। পবিত্র কোরআনের মূল বচন পাঠের গোড়ায় এবং শেষে আল্লাহ্‌-তা'লার আশ্রয় প্রার্থনার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সেইরূপ উহার অর্থ বোধের বেলায়ও আল্লাহ্‌-তা'লার অনুরূপ আশ্রয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে।

আল্লাহ্‌-তা'লা যখন যে দোয়া শিক্ষা দেন তখন তিনি তাহার মঞ্জুরীর ব্যবস্থাও করেন। পবিত্র কোরআনের কল্যাণ লাভ এবং অকল্যান হইতে বাঁচিবার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিকই রহিয়াছে। উহার মূল বচন যেমন শুদ্ধ থাকা প্রয়োজন, উহার শুদ্ধ অর্থ জানারও তেমনি প্রয়োজন। তিনি আপন করুণায় উভয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহার মূলবচন বিকৃত হইলে ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইত। তাই তিনি পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করিয়াছেন।

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون •

"নিশ্চয়ই আমরা এই জিক্‌র (কোরআন) নাজেল করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই আমরা ইহার রক্ষক হইব।"—(সুরা আল-হাজর ১ম রুকু, ১০ আয়েত)। এই ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌-তা'লা পবিত্র কোরআনের মূলবচনকে হাফেজ ও পুস্তকের মারফত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এতদ্বারা তিনি ইহার বাহ্যিক সংরক্ষণের মজবুত ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি

ইহার প্রাণবস্তুকেও রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

ثم ان علينا بيانه

"তৎপর ইহার ব্যাখ্যার জিম্মাদারী আমাদেরই উপর।"—(সুরা কেয়ামত ১ম রুকু, ২০ আয়েত)। পবিত্র কোরআনের শুদ্ধ অর্থ মানুষকে জানাইবার দায়িত্বও আল্লাহ্তা'লা নিজে লইয়াছেন। এই ব্যবস্থা না থাকিলে আমাদিগের বহুল পরিমাণে ক্ষতির নিশ্চিত আশঙ্কা আছে। তাই উহার ব্যাখ্যাকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য উক্ত আয়েত অনুযায়ী আল্লাহ্তা'লা যুগে যুগে ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন।

ان الله يبعث لهذه الامة على

راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্তালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহা পুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড)

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞানের উর্দ্ধ ও অধঃগতির সহিত কোরআন মজিদের অর্থ বুঝিতে যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা, উহার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে সংস্কারক প্রেরণেরব্যবস্থা করিয়াছেন। এযাবৎ মোজাদ্দেদিদগণ প্রত্যেক শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে আমাদিগের জন্য যুগোপযুগী ও শুদ্ধ করিয়া দিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং কোরআন মজিদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শুদ্ধতা বজায় করিয়া আল্লাহ্তা'লা যেমন নিজ ওয়াদা রক্ষা করিয়া আমাদিগের জন্য পূর্ণ কল্যাণ লাভের ও সকল অকল্যাণ হইতে বাচিবার সুযোগকে অব্যাহত রাখিয়াছেন, সেইরূপ আমাদিগের দিক হইতেও

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

দোয়া পাঠের মাধ্যমে কোরআন মজিদের মূলবচন পাঠ ও শুদ্ধ অর্থ বোধের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদিকে যেমন প্রত্যেক যুগে বিশেষ বিশেষ ভ্রান্তি দেখা দেয়, তেমনি যুগ ইমাম পবিত্র কোরআনের শুদ্ধ ব্যাখ্যার দ্বারা পবিত্র কোরআনের প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন অর্থাৎ উহার শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কায়েম রাখেন। আমরা যেমন কোরআন মজিদের মূলবচন শুদ্ধ ভাবে পাঠের দিকে মনযোগী থাকি তেমনি যেন উহার শুদ্ধ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করি। নচেৎ আমরা কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইব এবং অমঙ্গল আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টিত করিবে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাই বলিয়াছেন—

من لم يعرف امام زمانه مات

ميتة الجاهلية .

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি জামানার ইমামকে না মানিয়া মরিবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিবে।

বর্তমানে একদিকে পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক পতনের যুগে মানবজাতির

কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা আউজুবিল্লাহ্‌ দোয়া পাঠের কবুলিয়তে এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে সচল ও যুগোপযোগী প্রদর্শনের জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ হযরত মির্যা গোলাম আহাদ (আঃ) কে আবির্ভূত করিয়াছেন। কর্মদোষে আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব লাভ করিয়া যখন পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে উলেমাগণ পর্যন্ত মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, কোরআন (নউজুবিল্লাহ) অকেজো পুস্তক এবং পবিত্র কোরআনের আয়াতের দ্বারা পরস্পর একদিকে নিজেরা দ্বন্দ্ব বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া এবং অপর দিকে খৃষ্টানগণকে পবিত্র কোরআনের আয়েতের কদর্থ করিয়া ইসলামের প্রভূত ক্ষতি করিবার সুযোগ দিয়া, তাঁহারা পবিত্র কোরআনের সকল কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং মহা অকল্যাণে পতিত হইলেন, তখন আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রেরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা অকাট্য দলিল ও জলন্ত নিদর্শন দ্বারা কোরআন মজিদই যে এ যুগে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র উজ্জল পথ প্রদর্শক এবং মানব জাতিকে সকল অকল্যাণ ও বিপদাবলি হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম তাহা সপ্রমানিত করিয়া দিয়াছেন। উলেমাগণের আপসের দ্বন্দ্বে এবং বিজাতীয়গণের আক্রমণে মানবজাতি পবিত্র কোরআনের সকল কল্যান হইতে বঞ্চিত হইয়া উহাকে যেভাবে অকল্যাণের আকর করিয়া তুলিয়া জগদ্বাসীর মাথার উপর মহা বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহা আউজুবিল্লাহ পাঠের দোয়ার মঞ্জুরীতে আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং ব্যাখ্যার জিম্মাদারী পূরণে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ-এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের কদর্থ দূর করিয়া সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা যে মহাকল্যণের সর্বমুখী ফল্গু ধারা জগতে পুনঃ প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা সকল আউজুবিল্লাহ্‌ পাঠকারীর স্বয়ং গ্রহণ করা ও তাহার ফলে লব্ধ কল্যাণ জগতবাসীকে বিতরণ করা কর্তব্য। আল্লাহ্‌-তা'লা বান্দার দোয়া শুনিয়াছেন এবং আপন ওয়াদা পূরণ করিয়াছেন। বান্দার এখন সেদিকে মনোযোগী হওয়া এবং চাহিয়া পাওয়া নে'মতকে গ্রহণ করা ও উহার মর্যাদা পালন করা প্রয়োজন।

মৌলবী মোহাম্মাদ

ইসলাম ও ধুমপান

মোহাম্মাদ মতিয়ার রহমান

ধুমপানের সমস্যা জাতীয় জীবনে একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক দিক থেকে লেখালেখিও হয়েছে। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। তাই এখানে ধুমপান কতখানি জায়েজ বা না জায়েজ তা ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে দেখার চেষ্টা পেয়েছি এবং কতখানি

সার্থকতা অর্জন করেছি, তার ভার থাকল পাঠক সমাজের উপর।

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে) কি কি তাহাদের জন্য জায়েজ করা হইয়াছে, বল, (হে মোহাম্মদ) সমস্ত ভাল জিনিসই তোমাদের জন্য জায়েজ করা হইয়াছে।"

—আল কোরআন ৫:৫

আল-কোরআনের উদ্ধৃত আয়েতে খাদ্যদ্রব্যের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আল-আমীন কোরআন মজীদে রক্ত, শুকরের মাংস, মাদক দ্রব্য এবং আল্লার নাম ছাড়া অন্য কিছুর নামে জবেহ করা প্রাণীকে নামোল্লেখ করে খেতে নিষেধ করেছেন। আরও অনেক জিনিস যা বিষাক্ত এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর—যদিও সেগুলো নামোল্লেখ করে নিষেধ করেননি—সে গুলো মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যা ভাল তাই তোমাদের জন্যে জায়েজ করা গেল, এতে বুঝা যায় ক্ষতিকর এবং খারাপ জিনিস আল্লাহ্তা'লার কাছে অপছন্দনীয়। যে কোন ধূমপায়ীকে যদি ধূমপান সম্বন্ধে বলা যায় যে, ধূম পান কেমন? সে বলবে, এটা একটা খারাপ অভ্যাস। কোন সমাজে যদি একজন ধূমপায়ী থাকেন, তিনি বলেন যে, আমার কিন্তু একটা খারাপ অভ্যাস আছে এবং এটা বলেই তিনি তার কাজ শুরু করে দেন। সুতরাং ধূমপান কিছুতেই ভাল নয়। তবে বলা যায় লোকে এটা ব্যবহার করে কেন? তার উত্তর হবে সংসর্গে মিসে ধূমপান করতে করতে তার অবস্থা এমনই হয় যে, শত চেষ্টা করেও আর তা সে ছাড়তে পারে না। কোন কোন লোকে বলেন 'ধূমপান না করলে তার চিন্তা আসে না, তার কাজে স্ফূর্তি লাগে না।' আসলে ওটা তার মনের কল্পনা এবং খেয়াল। যদি তাই হত তাহলে যারা ধূমপান করে না তারা কোন কাজে স্ফূর্তিও পেতেন না, আর তাদের দ্বারা জগতে কিছু সৃষ্টিও হ'ত না। অথচ আমরা দেখি জগতে সকল সভ্যতার স্রষ্টা নবীগণ। তাঁহারা এ দোষ থেকে মুক্ত।

যুক্তি-তর্ক দিয়েও ধূমপানের উপকারীতা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ ইহা বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধপূর্ণ। ইহা শরীরের মধ্যে বিষ ক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আল্লাহ্তা'লার কাছে পছন্দনীয় বিশেষ করে আভ্যন্তরীন পরিচ্ছন্নতা—আর আভ্যন্তরীণ পরিছন্নতার অর্থ রক্তের পরিছন্নতা—যা শরীর ও মন উভয়কে সুস্থ ও সবল রাখে। ধূমপানের বিষক্রিয়া সাধারণতঃ দাঁত, ফুসফুস, বক্ষস্থল, রক্ত এবং পাকস্থলীর উপর দেখা দেয়। হৃদপিণ্ড এবং মনের উপরও ইহার বিষক্রিয়া কম নয়। Dr. Charles H. Stowell, treasurer of J. C. Ayer Company, Manufacturing chemists, Lowell, U. S. A. has said, "Close observation for many years among boys employed by this company has shown that those who are most energitic, active, alert, quick, spry do not

smoke while the list less, lazy, dull, sleepy uninteresting and uninterested boys are, we find upon investigation those who smoke Cigarette." উদ্ধৃত মন্তব্যে আশ্চর্য্য হবার যে কিছুই নাই তা নিম্নের সমস্যাগুলো অনুধাবন করলেই পরিস্কার হবে।

(১) তামাকের নিকোটিন নামক বিষ রক্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

(২) যে সূক্ষ্ম পর্দার মধ্যে মস্তিষ্ক রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে ঐ রক্ত অতিক্রম করে।

(৩) চিন্তা শক্তি ঐ সূক্ষ্ম পর্দার অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(৪) তাই বিষাক্ত রক্ত ঐ সূক্ষ্ম পদার্থকে বিনষ্ট করে এবং যার ফলে চিন্তা শক্তি বিশেষভাবে ব্যহত হয়।

(৫) যেহেতু ইহা রক্তকে বিষাক্ত করে, চিন্তা শক্তিকে খর্ব করে এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে শিথিল করে সেজন্য ইহার ব্যবহার অনৈসলামিক।

চার্চিলের মত চিন্তাশীল ব্যক্তিও ধূমপানের প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পাননি, ইংলণ্ডের সর্বে-সর্বা হয়েও ডাক্তারের পরামর্শে ৬ষ্ঠ জর্জকে ধূমপান ত্যাগ করতে হয়েছিল. অধিকাংশ ডাক্তার-দের মতে শতকরা ৭৮ ভাগ ক্যানসার রোগ তামাক ব্যবহারের হয়ে ফলে থাকে। Thomas Alva Adison (যিনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিগণ এবং যিনি ইনকানডেসেন্ট ইলেকট্রিক বাল্‌ব সিনেমা-টোগ্রাফ, এবং গ্রামোফোন আবিস্কার করেছেন) ধুমপান সম্বন্ধে বলেছেন" Cigasette smoke has a violent action on the nerve centres producing a degeneration of the cells of the brain, which is quite rapid among boys; unlike most tnarcatics this degeneation is permanent and uncontrottable."

কাউকে সত্যের দিকে আহ্বান করার ব্যপারে মুখের কথার চেয়ে আদর্শ-ই বেশী কার্য্যকরী হয়, সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার করার ভার মুসলমানদের স্কন্দের উপর অর্পন করা হয়েছে একাজের সফলতার জন্যে জগতের সম্মুখে তাদেরকে আদর্শ দেখাতে হবে। তা না হলে তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। কেননা তার মধ্যে কুঅভ্যাসের ছাপ থাকবে। ধুমপানের কুঅভ্যাস কাটিয়ে ওঠা বড়ই কঠিন, অনেক লোক মদ খাওয়া ও অন্যান্য পাপ কাজ থেকে বিরত হতে পেরেও ধুম-পানের কুঅ্যাস থেকে রেহাই পাননি। যদি কোন মুসলমান (আত্ম সমর্পনকারী) শরতানের দাসত্ব থেকে মুক্তি না পেয়ে থাকেন তবে কি ভাবে তিনি আল্লাহতা'লার কাছে আত্মসমর্পন করেছেন? তাহলে এটাই বলা যায় যে, তার করার সাথে কথার কোন মিল নেই, অন্য কথায় তিনি আদর্শ নন। প্রত্যেক মুসলমান অন্য জাতির জনে আদর্শ হবেন এটাই আশা করা হয়, তিনিই যদি অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি না পেয়ে থাকেন তবে অন্যকে কেমন করিয়া আল্লার দাস করতে সক্ষম হবেন? কোন ধুমপায়ী পিতা উপদেশ দিয়ে পুত্রকে ধুমপান ত্যাগ করাতে পারবেন না, কেননা সেটা স্বাভাবিক

নয়। তাই কোরআনে বলা হয়েছে "তোমরা অন্যকে কেন তা বল যা তোমরা কর না ?"

কোরআনের আর এক আয়েতের আলোকে এটা বলা যায় যে, ধুমপান অনৈসলামিক, যেমন আল্লাহ্ বলেন, "অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান আল্লার নিকট কাফের।" যারা ঘোর ধুমপায়ী তারাও এটা বলবেন যে, এটা অযথা পয়সা খরচ, এটা তাদের একটা কুঅভ্যাস মাত্র। যে দেহ তামাক ব্যবহার করে সেটা অপরিছন্ন, তাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত পবিত্র বাক্যের দিকে লক্ষ্য রেখেও এটা বলা যায় যে, ধুমপান অনৈসলাকিক। অন্য কথায় না জায়েজ। "পরিচ্ছন্নতা ইমানের অর্দ্ধাংশ"—মুসলিম। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলেছেন ধুমপান না জায়েজ। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) ধুমপান ত্যাগ করতে বলেছেন এবং এরূপ না করে ঐ পয়সাটা বাঁচিয়ে বেশী বেশী চাঁদা দিতে বলেছেন।

সুতরাং জোর করেই একথা বলা যায় যে, মুসলমানদের বিশেষ করে আহ্মদী মুসলমানদের ধুমপানের কুঅভ্যাস ত্যাগ করা উচিৎ। সম্যক প্রশংসাই আল্লাহ্র এবং তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

●

মোস্‌লেহ মাউদ দিবসের যথার্থতা

এম. এ. ইউসুফ

মানুষ আশরাফুল মখলুকাত—আল্লাহ্র সৃষ্টির সেরা জীব। শুধু তাই নয়ঃ সে আল্লাহ্-তা'লার প্রতিনিধিও বটে। তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মানবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। কারণ ইহাতেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা। তাই তার জীবন সাধনায় সুরু হয় কি করে সে তার স্রষ্টার পেয়ারা হতে পারে। মানব জীবনে এই আধ্যাত্ম সাধনায় দিশারী-রূপে দেখা দেয় নবী-রছুল অলি-আওলিয়া এবং গাউস-কুতুব। তাঁরা সাধারণ মানুষকে দেখায় জীবনক্ষুধা নিবৃত্তির পথ, আধ্যাত্ম সাধনার পথ এবং মুক্তির পথ। তবে কথা হলো, মানুষের ক্ষুধ-পিপাসা দু'রকম। একটি আত্মিক, অপরটি দৈহিক। এ উভয় ক্ষুধার সঠিক নিবৃতি, যে মানুষ করতে পারে সেই স্রষ্টার প্রিয়ভাজন হতে পারে এবং তার জীবনই হয় সার্থক সফল এবং অব্যয়, অক্ষয়। কিন্তু সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির যে প্রকৃতি-সম্মত, সহজ-সুন্দর

প্রণালী তার উৎসকেন্দ্র হলো ইসলামধর্ম। এই ধর্মের মধ্যেই রয়েছে দৈহিক এবং আত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রকৃষ্টতম পথ। তাই এ পথ অনুসরণেই হয় জীবন পূর্ণাঙ্গ, অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ এবং মানবিক সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তার যোগসূত্র হলো ইসলামধর্ম। এই ধর্মের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে আল্লাহ্‌র নৈকট্য। তাই ইসলাম কোন জাতি-বিশেষ বা দেশ-বিশেষের ধর্ম নয়। ইহা সর্ব্বকালের, সর্ব্ব মানবের ধর্ম।

ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়ঃ আজ হতে প্রায় চোদ্দশ বছর পূর্ব্বে বিষয়াসক্ত এবং পার্থিব লিপ্সায় মগ্ন মানুষ যখন তার স্রষ্টাকে ভুলে রুহানী ক্ষুধায় ধুকে ধুকে মরছিল, আর গুমরে গুমরে সে ক্ষুধার জ্বালাতনে অধীর হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছিল, তখন বিশ্ববাসীর রহমত স্বরূপ আল্লাহ্‌র পূর্ণ সত্যের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন আমাদের নবী করীম (সাঃ)। তিনি সেই পথ-ভ্রান্ত মানুষদিগকে দেখালেন ইসলামী আদর্শে আল্লাহ্‌র রাস্তা। আর সেই পথ অনুসরণ করল যারা তারাই পেলো জীবনের অমৃত স্বাদ।

তাই দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত মুসলমান জাতি ইসলামের আদর্শকে তাদের জীবন চলার পথে প্রয়োগ করেছিল, আমল এবং প্রচার দ্বারা স্বকীয় কর্ত্তব্য পালন করেছিল ততদিন পর্যন্ত তারা সারা দুনিয়ায়, শুধু শান শওকতের সহিত বাদশাহাতই করেনি বরং আধ্যাত্ম সাধনায়ও অধিরোহণ করেছিল। যার ফলে বহু আওলিয়া, দরবেশ ও সাধকের আবির্ভাবে হয়ে উঠেছে ইসলামের ইতিহাস গৌরবোজ্জল। তবে মোদ্দা কথা হলো হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে ধর্মের শিক্ষা এবং আদর্শ পূর্ণ করে রেখে গেছেন তা আমল করা এবং ইহার বাণী প্রচার দ্বারা সকল জাতির নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল মুসলমানদের সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তারা ভোগ লিপ্সায় লিপ্ত হয়ে ইসলামের আমল এবং প্রচার দুটোই ভুলে গেল। ফলে তাদের মধ্যে এসে গেলো অলসতা। তাই দুঃখের সহিত বলতে হয়, যে আদর্শের বদৌলতে মুসলমান জাতি পৃথিবীর বুকে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, যাদের শুণ গুরিমায় পৃথিবীর কোন জাতিই তাদের সমকক্ষতার দাবি করতে পারেনি, অচিরেই তারা আমলের অভাবে নিজ দোষে সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। ভুলে গেলো তাদের আদর্শের অমৃতবাণী। ফলে তাদের মধ্যে উদ্রেক হলো বাসনা কামনার আসক্তি। সংসারকে তারা পরম ধন মনে করল। শুধু দৈহিক ক্ষুধা নিবৃতিই তাদের মধ্যে বড় হয়ে উঠল। যেহেতু দেহ ও আত্মার পরিপুষ্টির ব্যবস্থা ইসলামে ওতপ্রোতভাব বিজড়িত, সেজন্যে তারা ইসলামের আমল ছেড়ে সংসার অর্জ্জনেও অক্ষম হয়ে পড়ল। এভাবে এসে গেলো তাদের জাতীয় জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দৈন্য। তাই তাদের অপূর্ণ জীবনে দেখা দিল বিস্বাদ। শুধু তাই নয়, বিজাতীয়রা এবার মুসলমানদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝোপ বুঝে মারল কোপ। তারা

মুসলমানদের মূলমন্ত্রের মূলে করল কুঠারাঘাত। প্রচার দ্বারা তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে নিল সুপরিকল্পিত কর্ম-পন্থা। মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার করল ফন্দি এবং তাদের ধর্ম-গ্রন্থের কদর্থ করে তাদেরকে ফতুর করার করল দুরভিসন্ধি। বিজাতীয়দের এই কর্ম-তৎপরতায় মুসলমান জাতি হারাল বাদশাহাত এবং নিজ কর্মের গাফিলতির দোষে তারা বঞ্চিত হলো আল্লাহ্‌র রহমত থেকে। কালে তাদের মধ্যে নেমে এলো রাত্রির ঘন ফল ছায়া। দুর্যোগের এমনি ঘন ঘটায় আদর্শচ্যুত মুসলমান জাতিকে ইসলামী আদর্শে সঠিক পথ দেখিয়ে ধর্ম-রাজ্য কায়েম করার মানসে পূর্ণ চন্দ্রালোক নিয়ে আবির্ভূত হলেন ইমাম মেহদী (আঃ)। তিনি কোন নূতন ধর্ম নিয়ে আসেননি কিংবা কোন নূতন শরীয়ত কায়েম করেন নি। তিনি ইসলামেরই একজন খাদেম হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন দাস হিসেবে ইসলাম ধর্মের সর্বাঙ্গীন রূপকে সঞ্জীবিত করতে আগমন করলেন। তিনি আদর্শচ্যুত মুসলমান জাতির সম্মুখে পবিত্র কোরআনের মৃত সঞ্জীবনী সুধার অকুল সমুদ্র পুনঃ তুলে ধরে তা'দিগকে পূণরুজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী কোরআন, রছুলের বাণী হাদিসকে অনুসরণ করে আদর্শ জীবন গঠনের কাজে ডাক দিলেন এবং ইসলাম ধর্মের শিক্ষা আমল করা ও ইহার বাণী প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেওয়া যে মুসলমানদের কর্তব্য সেই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু শতাব্দী কালের ঘুণে ধরা মন নিয়ে মুসলমান জাতি তাঁর বাণী সহজে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। মাত্র কিছু সংখ্যক সেবক তাঁর ডাকের যথার্থতা উপলব্ধি করে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো এবং ইসলাম ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগ করল। ফলে তাদের জীবনে বয়ে গেলো সালসাবিল। ধীরে ধীরে ইসলামী আদর্শ ধরা পৃষ্ঠে বইতে সুরু করল সঞ্জীবনী ধারা। ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আজ নেই। কিন্তু তাঁরই প্রতিশ্রুত পুত্র মোসলেহ্ মাউদ (আইঃ) তাঁরই রজ্জু ধরে, তাঁরই মশাল নিয়ে এবং তাঁরই রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে জগদ্বাসীকে ইসলাম ধর্মের আলো বিতরণ করছেন। তিনিই হলেন বর্তমানে আমাদের জীবন চলার পথে আলো স্বরূপ, তাঁর শিক্ষা ইসলামেরই শিক্ষা, তাঁর আদর্শ ইসলামেরই আদর্শ। আর ইসলামের আদর্শই হলো আল্লাহ্‌র মনোনীত এবং সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়নেই হলো আমাদের জীবনেব যথার্থ সার্থকতা। তাই সেই আদর্শ যতবেশী আমরা আমল করতে পারব ততবেশীই আমরা লাভবান হব। সেই-জন্যই আজকের এই আলোচনা সভা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ, ইমাম মেহেদী (আঃ)-এর আদর্শ তথা ইসলামের আদর্শ আমাদের স্ব স্ব জীবনে প্রতিফলন করতে পারব এবং তবলীগ দ্বারা ইহার বাণী বিশ্বের সর্ব্ব জাতির নিকট পৌছিয়ে দিতে পারব। কেননা ইসলামধর্মের আমল করা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার করাই হলো আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত

মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৬শে মে ১৯০৮ সালে এন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনের এ দীর্ঘ পরিসরে অনলস সাধনায় তিনি ইসলাম ধর্মের খেদমত করেন এবং ইসলামের পুণরুত্থানের জন্য আহ্‌মদীয়া জমাত কায়েম করেন। তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নিজকে ইমাম মেহ্‌দী বলে দাবি করেন। তাঁর এ দাবির সত্যতার পেছনে ছিল বহু আলামতের সংঘটন এবং অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বানী, তন্মধ্যে তাঁর এক প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানটীর গুরুত্বই বেশী। তিনি ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এলহামী ভাষায় হুসিয়ারপুরে এক ইস্তাহার দ্বারা প্রকাশ করেন যে, "জগতের ভাবী ধর্মের পথ প্রদর্শনের জন্য খোদাতা'লা তাঁর বংশধর হতে এক ব্যক্তিকে উত্থিত করবেন যিনি তাঁর কার্য পূর্ণ করবেন।" খোদার ফজলে আমাদের জমাতের বর্ত্তমান ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) ১৯৪৪ ইসাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে প্রতিশ্রুত সংস্কারক বা মোসলেহ মাউদ হওয়ার দাবী করায় হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর সত্যতা স্বরূপ ভবিষ্যদ্বানীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি ১৯৪৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হুশিয়ারপুর সহরে এক জলসা করে মসিহ মাউদ (আঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বানী পূরণের তসদিকে মোসলেহ্‌ মাউদ হওয়ার দাবীর জোরদার ঘোষণা করেন। আহ্‌মদীয়া জমাতের ইতিহাসে তথা ইসলামের ইতিহাসে এই ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনটির গুরুত্ব খুব বেশী। ইহা শুধু মসিহ মাউদ (আঃ)-এর সত্যতারই নিদর্শনের দিন নয় বরং ইসলামের তরক্কীর ইতিহাস রচনা করার দিনও বটে। তাই এদিনটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর ২০শে ফেব্রুয়ারীতে "মোসলেহ মাউদ" দিবস পালন করি। ঋতুর আবর্ত্তনে বর্ষচক্র ঘুরে গেলো। এবারও ইসলামের বিজয় গৌরবের সওগাত বাণী নিয়ে হাজির হলো ২০শে ফেব্রুয়ারী। আজ মোসলেহ মাউদ দিবস। আজ আমাদের যেমন আনন্দের দিন তেমনি কর্ত্তব্য পালনের প্রস্তুতিকে তাজা করার দিন। এই দিনটি আমাদের দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কর্ত্তব্য পালনে তাগাদা জানায়।

এখানে বলা-বাহুল্য যে, আমরা মোসলেহ মাউদ যাঁকে বলছি, তাঁর পুরা নাম হলো হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (আইঃ)। তিনি হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর পুত্র। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রবল প্রেম দেখা যায়। তিনি কিশোর বয়সেই ইসলাম সম্বন্ধে প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে জমাতের সুধী এবং নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের জমাতের প্রথম খলিফা হযরত মৌলবী নূরুদ্দিন (রাজিঃ) সাহেবের তিরধানের পর ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ২৫ বৎসর বয়সে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের জমাতের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি অদ্যাবধি উক্ত পদে বহাল আছেন। জমাতের এক ঘোরতর সন্ধিক্ষণে তিনি খলিফা হন। আজ খোদার

ফজলে তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জমাত দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। আর তাঁরই সুষ্ঠু পরিচালনায় দেশ বিদেশে ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামকে বিজয়ী করার মানসে বহু মোবাল্লেগ তাদের জান মাল কোরবাণী করে পৃথিবীর বহু দেশে প্রচার কার্যে রত আছেন। সোজা কথায় তিনি ইসলামের আমল এবং প্রচার দ্বারা জগতে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদের এই মহান নেতার জীবন কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে ভাবীকালে ইসলামের জাগৃতি এবং বিস্তৃতির এক শুভ ইঙ্গিত। কেননা আমাদের জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইসলাম এবং ইসলামের সম্মানকে উচ্চতর মিনারে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে তারিখে আহ্‌মদীয়া জমাতের সর্ত্তগুলো ঘোষণা পূর্ব্বক সিলসিলার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ঠিক সেই তারিখেই তাঁর প্রতিশ্রুত পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাই এ কথা বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মোসলেহ মাউদ (আইঃ)-এর জন্মের সূচনাতেই ইসলামের বিজয় ডঙ্কার সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো *

* মোস্‌লেহ্ মাউদ দিবসে লেখক উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শোক সংবাদ

রংপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল জনাব বদরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব আনওয়ার-উদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব চন্দনপাঠ গ্রামে স্বীয় বাসভবনে গত ১০ই জানুয়ারী (১৯৬৪ ইসাব্দ) শুক্রবারে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন। তাঁহার তিন ছেলে, দুই মেয়ে জীবিত আছেন।

তিনি ১৯৩১ ইসাব্দে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেন। আহ্‌মদীয়া মতবাদ প্রচারকল্পে তিনি উত্তরবঙ্গের বহু জিলা সাইকেলে পরিভ্রমন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সময় জনাব বদরুদ্দীন উকিল সাহেব রাবওয়াতে ছিলেন। সেখানে মসজিদে মোবারকে তাঁহার জানাজা গায়েব পড়া হয়।

চন্দনপাঠ গ্রামেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

তাহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ভগ্নি দোওয়া করিবেন।

* * *

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বিশিষ্ট

আহ্‌মদী জনাব আবদুল আজহার ভূঞা ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩ ইছাব্দ) মঙ্গলবারে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে ……রাজেউন)। তিনি তাঁহার স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, ও বহু নাতি-নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন।

তাহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ভগ্নি দোওয়া করিবেন।

শুভ পরিণয়

কুমিল্লা জিলার গাংচর (পোঃ—গান্দ্রা) নিবাসী আবু হাসেম খালেদ সাহেবের সহিত (মৃত) ওসিউজ্জমান খান সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ রারেয়া আখতার খাতুনের শুভ পরিণয় হইয়াছে। দিনাজপুর জিলার আহ্‌মদনগর নিবাসী কন্যার ভগ্নিপতি নুরউদ্দীন আফ্রাদ সাহেবের বাড়ীতে বিবাহ পড়ান হইয়াছে। বিবাহ পড়াইয়াছেন জনাব মৌলবী আবদুল আজিজ সাহেব, সদর মুরব্বী।

নব দম্পতির জন্য ভ্রাতা ভগ্নি দোওয়া করিবেন।

দোয়ার আবেদন

জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব জানাইয়াছেন যে তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং এখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইয়া উঠেন নাই।

তিনি সকল ভ্রাতা ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করিয়াছেন।

*

যীশু ক্রুশে মরেন নাই

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

ওয়া কাউলিহীম ইন্না কাতালনা ইছাবনা মাবয়ামা রাছুলাল্লাহি —ওমা কাতালুহু ওমা ছালাবুহু, ওলা কিন শুব্বিহা লাহুম।

অর্থঃ—"তাহারা (ইহুদীগণ) বলে, নিশ্চয় আমরা বধ করিয়াছি রছুল হওয়ার দাবীদার মরিওম-পুত্র যীশুকে, অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশে দিয়াও বধ করে নাই, তবে তদ্রূপই মনে হইয়াছিল।"

—(নিছা, ১৫৮ আয়াত)।

খ্রীষ্টানগণ বলেন, যীশু সকলের পাপভার

বহন করিয়া ক্রুশে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এখন আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে বাইবেলের 'নূতন নিয়মে' এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় কিনা। একদা যীশুর নিকট কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীসী কোন চিহ্ন কার্য দেখিতে চাহিলে, তিনি ভাববাণী করিয়া বলিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য পুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"—(মথি, ১২:৩৯, ৪০)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যীশু বিরুদ্ধবাদীগণকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, যোনা ভাববাদী যেরূপ তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে জীবিত অবস্থায় অবস্থানের পর নীনবী দেশে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে বা কবরে জীবিত অবস্থায় থাকার পর ইস্রায়েলের বিভিন্ন নগরে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিবেন। যীশুর এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমান হয় যে, তিনি ক্রুশে হত হন নাই; কেননা এইখানে বলা হইয়াছে যে, যোনা যদ্রূপ তিন দিবারাত্র মাছের পেটে ছিলেন তদ্রূপ যীশুও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন। আমরা যোনা ভাববাদীর পুস্তকের ১:১৭ পদ পাঠে জানিতে পারি যে, যোনা মৎস্যের উদরে জীবিত ছিলেন। অতএব, যোনার ঘটনার ন্যায় চিহ্ন কার্য দেখাইতে হইলে যীশুকেও তিন দিবারাত্র এই পৃথিবীর গর্ভে আহত অবস্থায় জীবিত থাকিতে হইবে। নতুবা এই ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যা প্রমাণিত হইবে। এখন আমরা 'নূতন নিয়ম' হইতে ক্রুশের প্রকৃত ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, যীশু ক্রুশে হত হন নাই।

যীশু যখন মসিহ্ হওয়ার দাবী করিলেন ও ইহুদী পণ্ডিতগণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন তখন অধ্যাপক ও ফরীশীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ভয়ানক খেপিয়া গেল। নানা উপায়ে তাঁহার এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস-স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এমন কি যীশুকে প্রাণে বধ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদ দিয়া তৎকালীন রাজশক্তিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। যীশুর এক মোনাফেক শিষ্য ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকে মাত্র ত্রিশ টাকা উৎকচ দিয়া যীশুকে ধরিবার ব্যবস্থা করিল। যীশুকে যে ভাবেই হউক ইহুদীগণ শূলে বা ক্রুশে দিয়া বধ করিবে, কেননা তাহাদের শাস্ত্রে আছে, "যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত।"—(দ্বিতীয় বিবরণ, ২১:২৩, গালাতীয়, ৩ : ১৩ দ্রষ্টব্য)। যীশুকে ক্রুশে বধ করিয়া তাহারা প্রমাণ করিবে যে, যীশু ঈশ্বরের প্রেরিত নহেন বরং মিথ্যাদাবীকারী ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত ও অপবিত্র ব্যক্তি ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের কথা যীশু প্রত্যাদেশ দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে জানিয়া ভীত হইলেন, এবং শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গেৎশিমানী বাগানে গিয়া সকলকে সজাগ এবং সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দিয়া এই অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বার বার কাতর

ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আব্বা, পিতঃ সকলই তোমার সাধ্য, আমার নিকট হইতে এই পান পাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছা মত না হউক, তোমার ইচ্ছা মত হউক।" —(মার্ক, ১৪ : ৩৬)। ঈশ্বর যীশুর এই কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কেননা, সর্বদাই তিনি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেন। যেমন যীশু বলেন, "আর আমি জানিতাম, তুমি সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক।"—(যোহন, ১১:৪২)

ইহার পর ইহুদীগণ বিহুদার সাহায্যে যীশুকে ধরিয়া পীলাতের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত করিয়া প্রাণ বধের দাবী জানাইল। পীলাত যখন বিচারাসনে বসিয়াছিলেন, "এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, সেই ধার্ম্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; কারণ আমি আজ স্বপ্নে তাহার জন্য অনেক দুঃখ পাইয়াছি।" (মথি, ২৭ : ১৯)। স্ত্রীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া পীলাত ভীত হইলেন, এবং যীশুর ধার্মিকতায় বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে কৌশলে মুক্তি দিবার পথ খুজিতে লাগিলেন। "আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পর্ব্বের সময়ে তিনি জন সমূহের জন্য এমন একজন বন্দিকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত।" —(মথি, ২৭ : ১৫)। পীলাত ইহার সুযোগে যীশুকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়া জনতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পর্ব উপলক্ষে দস্যু বারাব্বা অথবা ধার্মিক যীশু এই দুই বন্দির মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।" তাহারা কহিল, বারাব্বাকে। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব? তাহারা সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। তিনি কহিলেন, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক।"

(মথি, ২৭ : ২১—২৩)।

পীলাত বলিলেন, "আর দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করিলেও, তোমরা ইহার উপরে যে সকল দোষ আরোপ করিতেছ, তাহার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইলাম না।"—(লুক, ২৩ : ৪)। অতঃপর, "পীলাত যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনায় আবার তাহাদের কাছে কথা বলিলেন, কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, 'ক্রুশে দেও, ইহাকে ক্রুশে দেও'।"

—(লুক, ২৩ : ২০, ২১)।

অবশেষে পীলাত অন্য কোন উপায় না দেখিয়া "জল লইয়া লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্ত পাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ।"

—(মথি, ২৭ : ২৪)।

বহু চেষ্টা করিয়াও যীশুকে মুক্তি দিতে সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হইলেও পীলাত সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন না। যীশুকে গোপনে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন: "তুমি কি জাননা যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আমার আছে।"

—(যোহন, ১৯ : ১০)।

যাহা হউক পীলাত নিজ লোক দ্বারা যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাহা ছাড়া

আইনতঃ ইহুদীদের কাহাকেও বধ করিবার অধিকারও ছিল না।—(যোহন, ১৮ : ৩১)।

পীলাতের সৈন্যগণ 'গলগথা' নামক স্থানে বেলা তিন ঘটিকায় আরও দুই ব্যক্তির সঙ্গে হস্ত ও পদে কীলক বিদ্ধ করিয়া যীশুকে ক্রুশে দিল।—(মার্ক, ১৫ : ২৫)।

ক্রুশে দেওয়ার পর যীশু এই অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উচ্চরবে চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী।"—(মথি, ২৭ : ৪৬)। ঈশ্বর তাঁহার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।—(ইব্রীয়, ৫ : ৭)। যাহাদের উপর ক্রুশে দেওয়ার ভার পীলাত অর্পন করিয়াছিলেন, তাহারাও যীশুর সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। দেখুন, মথি ২৭ : ৫৪। "পরে সন্ধ্যা হইলে অরিমাথিয়ার একজন ধনবান লোক আসিলেন, তাঁহার নাম যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শীষ্য হইয়াছিলেন, তিনি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন।"—(মথি, ২৭ : ৫৭, ৫৮)।—"কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।" (মার্ক, ১৫ : ৪৪)। কেননা কেবল হাত ও পায়ে কীলক বিদ্ধ হইয়া মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ে কেহ মরিতে পারে না। তাহাছাড়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশপ্রাপ্ত আরও দুই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। (যোহন, ১৯ : ৩২)। "তখন পীলাত তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে যোষেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন, এবং আপনার নূতন কবরে রাখিলেন, যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন।"—(মথি, ২৭ : ৫৮-৬০)। যীশুকে ক্রুশ হইতে নামাইতে ইহুদীগণও কোন প্রকার আপত্তি করিল না, কারণ, "সেইদিন আয়োজন দিন, অতএব, বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে, কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল—এই নিমিত্ত যিহূদীগণ পীলাতের নিকট নিবেদন করিল যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়।"—(যোহন, ১৯ : ৩১)। ইহার পর সেনারা আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ দুই ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল, কিন্তু যীশুর পা ভাঙ্গিল না।—(যোহন, ৩২ : ৩৩)। "কিন্তু একজন সেনা বর্শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল।"—(যোহন, ১৯ : ৩৪)। যীশু যে জীবিত ছিলেন তাহার প্রমাণ দেহ হইতে রক্ত বাহির হওয়া, কেননা মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে কখনও রক্ত বাহির হইতে পারে না। যীশুকে কবরে রাখিবার পূর্বে যোষেফ এবং তাঁহার অন্য এক শিষ্য নীকদীম উভয়ে মিলিয়া গন্ধরসে মিশ্রিত অগুরু এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া যীশুর দেহে লাগাইলেন ও মসীনার কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেন।—(যোহন, ১৯ : ৩৯, ৪০)। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সাত বৎসর পরে জনৈক শিষ্য কর্তৃক লিখিত একটি পত্র ১৮৭৩ সালে আলেক-জান্দ্রিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকা হইতে ইহার অনুবাদ, The crucifixion by an Eye witness নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহা পাঠে জানা যায়, There-upon Nicodemus spread strongspices and healing salves on long pieces of 'bysus' which he had brought and whose use was known to our order. .....Nicodemus spread balm to both nail pierced hands.

অর্থাৎ :—"নীকদীম অবিলম্বে শক্তিশালী উপাদান সমূহ ও নিরাময়কারী মলমাদি 'বাই-সুসের' বৃহৎ অংশের উপরে রাখিলেন; উহা তিনি সঙ্গেই আনিয়াছিলেন; আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে এই সবের ব্যবহার বিধি প্রচলিত ছিল। নীকদীম (যীশুর) পেরেকবিদ্ধ দুইহস্তের মধ্যে সুগন্ধী মলম মাখাইয়া দিলেন।"

এই জাতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা যীশুর শিষ্যগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। দেখুন, মার্ক, ৬ : ১৩। যীশুর ক্ষত স্থানে ব্যবহৃত এই মলম ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে 'মরহমে ইছা' নামে পরিচিত। দেখুন, বুআলী ইবনে সিনা কৃত কানুন, ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃঃ; আল্লামা কুতুবুদ্দিন সিরাজী কৃত সরাহ কানুন, ৩য় খণ্ড।

যীশুকে যে দিন ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, সেই দিন ছিল শুক্রবার—আয়োজন দিন। পরের দিন—বিশ্রামবার বা সাব্বাত দিবস। এই দিনে সকলেই বিধি মতে বিশ্রাম করিল। —(লুক, ২৪ : ১)। বিশ্রামবারে কাহারও পক্ষে যীশুর সংবাদ নেওয়া সম্ভবপর হইল না। সপ্তাহের প্রথম দিবসে অর্থাৎ রবিবারে মগ্দলীনী মরিওম ও অন্যেরা কবরের কাছে গিয়া দেখিলেন, "কবর হইতে প্রস্তরখানা সরান গিয়াছে; কিন্তু ভিতরে গিয়া প্রভু যীশুর দেহ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা এই বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময় দেখ, উজ্জ্বল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন, তখন তাহারা ভীত হইয়া ভূমির দিকে মুখ নত করিলে সেই দুই ব্যক্তি তাহা-দিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ?"—(লূক, ২৪ : ২—৫)। শুভ্র বস্ত্র পরিহিত বলিলেন,—"এবং দেখ, (যীশু) তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।"—(মথি, ২৮ : ৭)। "তখন তাহারা সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্য-দিগকে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়াইয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু তাহাদের সম্মুখবর্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমরা যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দাও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।"—(মথি, ২৮ : ৭-১০)।

এই শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিগণ কে? ইহারা হইলেন, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'হাওয়ারী' বৃন্দ। ইহারাই 'নাহ্নু আন্‌ছারুল্লাহ্' বলিয়া যীশুকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, "তাঁহা-দিগকে হাওয়ারী বলা হইত তাঁহাদের বস্ত্রের

শুভ্রতার জন্যই।"—(ইবনে জরীর)। তাহাছাড়া হাওয়ারী শব্দের আভিধানিক অর্থও 'শুভ্রকরণ' —(মাজমাউল বেহার)। হাওয়ারীগণের শুভ্রবস্ত্র পরিধান করার রীতি অনুযায়ী আজও রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। গালীলে কতিপয় শিষ্য একটি গৃহে বসা ছিলেন। এমন সময় যীশু সেখানে উপস্থিত হইয়া সকলকে 'সালাম' বলিলেন। শিষ্যগণ যীশুকে দেখিয়া প্রেতআত্মা মনে করিয়া ভীত হইলেন, ইহাতে যীশু সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন।"—(লুক, ২৪ : ৪৩)।

যীশু ক্রুশে হত হন নাই, ইহা তাঁহার দুধ ভাই থোমা বিশ্বাস করিলেন না, ফলে যীশু থোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "এদিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দু-খানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষি দেশ মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও।"—(যোহন, ২০ : ২৭)। এইরূপে যীশু, "আপন দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা তাহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন।"—(প্রেরিত, ১ : ৩)।

একটি আপত্তি খণ্ডন :

পাদ্রীগণ বলিয়া থাকেন যে, ইহুদীদের সতর্ক পাহারার পর যীশুর কবর হইতে পলায়ণ করা সম্ভবপর নহে। ইহার উত্তর এই যে, ইহুদীগণ প্রথম হইতে পাহারার কোন ব্যবস্থা করে নাই। আয়োজন দিবসের পর দিবস প্রধান যাজকেরা পীলাতের নিকট গিয়া পাহারার দাবী জানাইল, কিন্তু পীলাত নিজ তরফ হইতে পাহারা দেওয়াইতে রাজী হইলেন না।—(মথি, ২৭ : ৬২—৬৬)।

ফরীসী এবং প্রধান যাজকেরা কবর পাহারার ব্যবস্থা এই জন্যই করিয়াছিল যে, পূর্বে যীশু ভাববাণী করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যোনা ভাববাদীর ন্যায় বিরুদ্ধবাদীগণকে চিহ্ন কার্য দেখাইবেন। এইজন্য ইহুদী প্রধানগণ পীলাতের নিকট আবেদন করিল, "মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন।" —(মথি, ২৭ : ৬৩, ৬৪)। ইহুদীদের এই বাক্য দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে হত হন নাই। যদি যীশুর ক্রুশে মৃত্যু হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহুদীগণের নিকট তাঁহার জীবিত থাকার ভাববাণী মিথ্যা হইয়া যায়।

একটি ঐতিসিক প্রমাণ :

যোষেফ যে কাফনদ্বারা যীশুকে আবৃত করিয়া শৈল গুহায় রাখিয়াছিলেন, তাহা আজও ইটালীর 'তুরিন' সহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই কাফনে আহত যীশুর রক্ত, ঘর্ম এবং ঔষধ

মিশ্রিত দেহের ছাপ রহিয়াছে। জার্মান বৈজ্ঞানিক-গণ আট বৎসর গবেষণা করিয়া যীশুর এই কাফন সম্বন্ধে ১৯৫৭ সালে যে রায় দিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায় যে, এই কাফনে যে দেহটি আবৃত ছিল তাহা মৃত ছিল না বরং জীবন্ত ব্যক্তির দেহ ছিল। দেখুন,—Das Linnen Kurt Berna Stulgart নামক পুস্তক।

মৌলানা জিল্লুর রহমান (রহঃ)-এর এন্তেকালে

খন্দকার আখ্‌তারুজ্জমান

ব্যথাতুরা মন লয়ে তোমাকে স্মরি, হে বীর মুজাহিদ,
বাল্যজীবনে বরণ করেছিলে, নবালোক সম তৌহিদ,
বিপদ-আপদ ঘাত-প্রতিঘাত কত যে উপেক্ষা করি,
ভাসায়েছিলে তরী যে তোমার, খোদাকে স্মরণ করি।
কত পীর পুরহিত হয়েছে কাহিল তোমার লেখনির পাশে,
কর্ত যে মদদ্ লভেছে জমাত তব "হাদিসুল মেহেদী" প্রকাশে।
অমর হয়ে থাক বন্ধু, আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে,
জান্নাত লাভ করহে বন্ধু এই আশা মোদের অন্তরে।
তুমি চলে গেছ রেখে গেছ তোমার দেখানো পথ,
আমরাও যেন চলি সত্যের পথে, উল্কার মত।
সসীমের গণ্ডি ছেড়ে অসীমের পানে দিয়েছ পাড়ি,
বিজয় মাল্যে ভূষিত হও এইতো কামনা করি।
অভাব যাহা দিয়েছে দেখা, তোমাকে বিদায় দিয়ে
পুরণ যেন করেন এলাহী আমাদের মধ্য দিয়ে।
আসা-যাওয়ার এইতো নিয়ম, নাহি কোন ভয়,
দাঁড়াব একদিন তোমার কাফেলায় জানিও নিশ্চয়।
হাত জোড় করে মোনাজাত করি. "হে খোদা দয়াময়,
তাঁর আত্মার তরেতে যেন গো বেহেশ্‌ত নাজেল হয়" !!

খ্রীষ্টানদিগের নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করুন।

১। সিরাজ উদ্দীন খ্রীষ্টানের চারি প্রশ্নের উত্তর— ফ্রি।
২। খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন— ফ্রি।
৩। সুসমাচার— ০৬ পয়সা।
৪। যীশু কি ঈশ্বর? ০৬ ,,
৫। বাইবেলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ২৫ ,,
৬। ভূ-স্বর্গে যীশু ২৫ ,,

—প্রাপ্তিস্থান—

এ, টি, চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ।

আহমদ তোফা চৌধুরী

Published & printed by Md. Fazlul Karim Mullah, at Shajahan Print ng works, Phone : 4221/416
for the proprietors, 'East pakistan Atjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar